শঙ্কর-বিজয় নাটক।

যুক্তি-যুক্ত বাক্য যদি বালকেতে বলে,
বেদ-বাক্য গণি তাহা পালিবে সকলে।
কিন্তু ব্রহ্মা যদি কহে অন্যায় বচন,
তৃণ-জ্ঞান করি কেহ না করে শ্রবণ।

শ্রীজহরলাল ধর প্রণীত।

৭০নং, কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট্ হইতে
শ্রীঅখিলচন্দ্র শীল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।

নং, জগন্নাথ সুরের লেন, "নব-কাব্য-প্রকাশ" যন্ত্রে
শ্রীহরিচরণ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০৪ সাল, ৫ই শ্রাবণ।

মূল্য ॥০ আট আনা।

আমি এই পুস্তকের কাপিরাইট স্বত্ব উচিত মূলে শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র শীল মহাশয়কে বিক্রয় করিয়াছি।

শ্রীজহরলাল ধর।

পূর্ব্বভাষ।

শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা।

যতিকুল-জ্যোতি হিন্দুর সর্ব্বস্বধন জগৎগুরু ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মালাবার উপকূলে জন্মগ্রহণ করেন। একদা তাঁহার জননী সুভদ্রাদেবী গর্ভাবস্থায় দেব-দেব মহাদেবের মন্দিরে গমন করতঃ গললগ্ন-বস্ত্রে গদ গদ স্বরে কহিলেন, "হে বিঘ্নবিনাশন দেবাদিদেব মহাদেব! আমি যদ্যপি নির্ব্বিঘ্নে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিতে পারি, তাহা হইলে সহস্র ঘৃত-প্রদীপ জ্বালাইয়া যোড়শোপচারে আপনার পূজা দিব।" তাহাতে স্বয়ং সয়ম্ভু সুভদ্রার নিকট সাক্ষাৎ হইয়া কহিলেন, "জননী! লুপ্তপ্রায় হিন্দু-ধর্ম্মকে পুনর্জীবিত করিবার মানসেই আমি স্বয়ং তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; অতএব, তোমার গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে, কেবল ঘৃতে কেন, তুমি ইচ্ছা করিলে নির্ম্মল নর্ম্মদা সলিলেও সহস্র প্রদীপ জ্বালাইতে সমর্থ হইবে।" ক্রমে, যথাসময়ে শঙ্কর ভূমিষ্ঠ হইলে পর, সুভদ্রাদেবী সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে সহস্র প্রদীপ জলে জ্বালাইয়া দেব-মন্দিরে পূজা দিয়াছিলেন। তদ্দর্শনে সসাগরা ভারতের রাজচক্রবর্ত্তী সুধন্বা রাজা, বেদ-বিরোধি ও বৌদ্ধমতাবলম্বি হইলেও, পুনরায় হিন্দু-ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। পঞ্চমবর্ষীয় বালক শঙ্কর, বেদচতুষ্টয় ও দর্শনাদি শাস্ত্রে সবিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার উপনয়ন হইবার পূর্ব্বেই, তিনি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক সন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিত হন্। যে বীজগণিতের মহা-অঙ্ক (Binomial theorem) স্যার আইজাক্ নিউটন্ বৃদ্ধ বয়সে আবিষ্কার করেন, তাহা ভগবান শঙ্কর বাল্যকালেই সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশ করিয়া যান্।

গ্রন্থকার।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

শঙ্করাচার্য্য	সত্য-সনাতন ধর্ম্ম প্রচারক।
পদ্মপাদ উদঙ্ক	শঙ্করের শিষ্যদ্বয়।
সুধন্বা	সসাগরা ভারতের রাজা।
বেদব্যাস জৈমিনী	মহর্ষিদ্বয়।
মণ্ডণমিশ্র	কর্ম্মকাণ্ডাচারী পণ্ডিত-প্রবর।
কৌমারিল	বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী।
অমরক	জনৈক ভারতবর্ষীয় রাজা।
আমীর	জনৈক কাবুলাধিপতি।

জ্ঞানেন্দ্রিয়, তমোপ্রতিভা, মহতত্ব ইত্যাদি প্রতিভা সকল। মহাদেব, নারদ, ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, কার্ত্তিক, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি দেবতাগণ। শিষ্যদ্বয়, ঘটক, পুরোহিত, উপনিষদ, রাগগণ, বন্দীগণ, উজির, নাজের, প্রহরী, চীনরাজ, বয়স্য, সৈন্যগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

সুভদ্রা	শঙ্করের জননী।
সরস্বতী (লীলাবতী)	মণ্ডণমিশ্রের ভার্য্যা।
মনোরমা	অমরক রাজার প্রধানা মহিষী।
কবিতা কল্পনা	সরস্বতীর সখীদ্বয়।

রাগিনীগণ, বন্দিনীগণ, প্রতিবেশিনীগণ ইত্যাদি।

পার্ব্বতী, মহামায়া, কল্পনা-প্রতিভা ইত্যাদি, ইত্যাদি।

প্রস্তাবনা।

দৃশ্য,—কৈলাস-শিখর।

হরপার্ব্বতী আসীন।

হর। দেবি! একি হেরি অকস্মাৎ?—
আদ্যাশক্তি মহামায়া প্রকৃতিরূপিণী,
অনন্ত তেজেতে কেন হ'য়ে উন্মাদিনী,
মহারোষে ধাইতেছ নাশিতে মেদিনী?
ত্রাহিমে! ত্রাহিমে! দেবী নগেন্দ্রনন্দিনি!
একি,—
স্বর্গ মর্ত্ত্য তলাতল নাশিবে এখনি?

পার্ব্বতী। দেব! কহ তবে জীবের কি হ'বে?
হের,—সংসারে মোহ-মায়া
ভুলায়ে মানবে,
অকারণ ঘুরাইছে মোহ-ময় ভবে।
কেহ নহে সুখী, সকলে অসুখী,
মানবের কুলে যেই জন্মিয়াছে যবে।
অহো! দেব-অংশে জন্মিয়া মানব,
অহং জ্ঞান শূন্য এবে?
তেঁই,—মূঢ়মতি নর পাপাচারী সবে।

দেব ! কর পরিত্রাণ অজ্ঞান মানবে,
নহে,—জীবের যাতনা হেতু,
স্বর্গ মর্ত্ত্য তলাতল,
প্রলয়-পয়োধি জলে এখনি ভাসিবে।

হর। দেবি ! জীবের মঙ্গল হেতু,
বেদ বিধি ক'রেছি সৃজন।
কিন্তু,—মূঢ়মতি নর,
তত্ত্বজ্ঞান শূন্য হয়ে,
ভোগ বিলাসের আশে,—ভুলে অনুক্ষণ।
জীবের উদ্ধার হেতু,—দেব চক্রপাণি,
যুগে যুগে হ'ন্ অবতার।
ধরিলেন নর-দেহ,—
দেখা'লেন দেব-লীলা,
ভক্ত-জনে করিয়া উদ্ধার।
তথাপিও মানবের না হ'লো চেতন।
দেবি !—কি করিব আমি,
মজে জীব নিজ নিজ মায়ার কারণ।

কার্ত্তিকের সহিত নারদ, ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতাগণের প্রবেশ।

নারদ। দেব ! সর্ব্বনাশ হ'লো, নরলোক গেল,
গেল গেল,—গেল বুঝি সৃষ্টি রসাতল !
—বিধাতার বিধি বুঝি হইল নিষ্ফল !
ঐ শুন,—ঐ শুন নাস্তিকের দল,

ভীমরবে করে কোলাহল!
ব্রাহ্মণের করি' অপমান,
উড়াইয়ে বিজয়-নিশান,—
ক্ষত্রিয়ের নাহি আর রাজসিংহাসন,
সনাতন ধর্ম্ম—ভবে হইল পতন।
বেদের অভেদ-বাদ, ভেদবাদে করি বাদ,
অনাচার শূন্য-বাদ, করিছে প্রচার;—
আচার বিহনে বেদ মজিল এবার।

ইন্দ্র। দেব! বিস্তারি' অনন্ত ফণা অনন্ত বাসকী,
ধ'রেছেন পৃথিবীরে মস্তকে আদরে;—
কিন্তু হের, নাস্তিকের ভীম পদ-ভরে,
টলমল ধরাতল কাঁপে তরে তরে।
হেরি হীন আর্য্যজাতি, চন্দ্র সূর্য্য স্বল্পভাতী,
প্রবেশিছে মহাকাল কলির অন্তরে,
রবি শনি নবগ্রহে দিতে ছারেখারে।

বরুণ। ঐ দেখ—ধূমকেতু অনন্ত প্রাঙ্গণে,
ঘুরিতেছে দলে দলে,—
বেড়িয়াছে দশ দিক্,
এখনি নাশিবে সৃষ্টি ভীম প্রহরণে!
হের শনির প্রমাদ, তুলাসনে ক'রেছে বিবাদ।
কেন্দ্রচ্যুত বৃহস্পতি, সূর্য্য মেষে নাহি প্রীতি;—
মঙ্গল না মিলে আর মকরের সাথ;

গ্রহদল নিজ দোষে হইবে নিপ্রাভ।
ইরম্মদ এখনি ছুটিবে,
ব্রহ্ম-অণ্ড খণ্ড হ'বে,
ক্ষিত্যপ্‌তেজ মরুৎ ব্যোম হইবে প্রলয়;
হায়! অকালে প্রলয়কাল উদিল নিশ্চয়।

কার্ত্তিক। কি! সৃষ্টি লোপ হ'বে!—
মাতঃ! দেহ আজ্ঞা মোরে,
কর আশীর্ব্বাদ,
এখনি রাখিব সৃষ্টি বাণের প্রভাবে।
ব্রাহ্মণেরে দিয়ে পূজ্য-পদ,
ক্ষত্রিয়েরে দিয়া সিংহাসন,
সনাতন ধর্ম্ম ভবে করিব রক্ষণ।
গুরুরে কেন্দ্রস্থ করি, সূর্য্যের ঘুচাব অরি;
মঙ্গলে মিলা'ব আনি' মকরের সনে।
নাস্তিকে নাশিব আজি অনন্ত বিমানে!
কে কোথায় দেব-সেনা, সাজরে সত্বর,—
দেখ দেখ ধূমকেতু ভীম ভয়ঙ্কর।

হর। বৎস্য! না হও অস্থির!
জীবের উদ্ধার হেতু নরদেহ ধরি—
নিজে আমি নরলোকে হ'ব অবতার।

পার্ব্বতী। কর এবে উচিত যা' হয়!
অহো! জীবের যাতনা আর সহিতে না পারি

হর। দেবি! শক্তি বিনা,
কেমনে সাধিব আমি জীবের উদ্ধার ?

পার্ব্বতী। অলক্ষিতে র'ব আমি দেব!

হর। বৎস্য, দেব-সেনাপতি!
যাও তুমি নরলোকে,
তথা নরদেহ ধরি—
কৌমারিল নামে ভবে হইও বিদিত।
ওহে, দেবরাজ!
সুধন্বা রাজন নামে হইয়া বিখ্যাত—
নরলোকে রাজকার্য্য
কিছুদিন কর'গে সম্ভোগ।
তোমার সাহায্য হেতু,
নিজে পদ্মযোনি ব্রহ্মা,
মণ্ডণ পণ্ডিত নামে হইবে বিদিত।

দেবগণ কর্ত্তৃক গীত।

ওঁ শান্তম্ শশধর মুকুটম্ পঞ্চবক্ত্রম্ ত্রিনেত্রম্!
দেহি শান্তি! শান্তি!! হরে ওঁ হরে ওঁ॥
ওঁকার-সম্ভূত মংকার আপনি,
পুরুষ প্রকৃতি বিশ্বপ্রসবিনী,
আপনি হে পিতা, আপনি জননী,
রক্ষ রক্ষ দিগম্বর!

ইতি প্রস্তাবনা।

ক্রোড়-প্রস্তাবনা।

দৃশ্য,—বনপথ।

জনৈক জ্যোতির্ব্বিদের প্রবেশ।

জ্যোতি। অহো!—
কলির প্রারম্ভে একি অপূর্ব্ব ঘটন,
একত্রেতে তুঙ্গ এবে গ্রহ চারি জন?
শুভ দিনে শুভক্ষণে, রবি মেষের ভবনে,
ব'সেছে সুতুঙ্গ স্থানে অতি স্বল্পক্ষণ;
কর্কটে সুতুঙ্গ গুরু উচ্চ সংমিলন।
মঙ্গল মকরে পুন মিলিছে এখন।
পুন শশী হাসি হাসি, বৃষের গৃহেতে বসি'
অভাগা ভারত ভালে দোলে অনুক্ষণ;
নিশ্চয় জন্মিল বুঝি কোন মহাজন।

ভারত-লক্ষ্মীর প্রবেশ।

লক্ষ্মী। ধন্যরে ভারতবাসী—ধন্য আর্য্যভূমি,
ভারতে জন্মিল এবে জগতের স্বামী।
দুরন্ত নাস্তিক দলে, দলিবারে পদতলে,
নিজে বিশ্বময় দেব বিশ্বে অবতার,
বেদ বিধি একাধারে করিতে উদ্ধার।

ইতি ক্রোড়-প্রস্তাবনা।

যবনিকা পতন।

শঙ্কর-বিজয় নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—উদ্যান।

ভগবান শঙ্করাচার্য্য তরুমূলে আসীন।

শঙ্কর। (স্বগত) অহো! কেবা আমি?
কোন্ কালে,—কোথা হ'তে—করি আগমন,
আসিয়াছি ধরাধামে কিসের কারণ?
কেমনে জনম মম?—কে করে সৃজন?
পরমাণু আকর্ষণে!—অথবা কি অদৃষ্ট ঘটন!
মেদ, মজ্জা, শুক্র আদি সপ্ত ধাতুচয়,
যাহা হ'তে হইয়াছে দেহ সমুদয়,
হায়! সেই দেহ কি 'আমি'?—
নহে কভু।

মেদ, মজ্জা শুক্র আদি,
নিজে নিজে না পারে চিন্তিতে ;—
তবে,—চিন্তাহীন ধাতু হ'তে,
কেমনে জন্মিল হায়!—চিন্তাশীল নর?
আমি,—'আমি' নহি কলেবর!
এই যে বিদ্যুত-লতা খেলি'ছে শরীরে,
যে বিদ্যুৎ গড়েছে শরীর ;—
হায়! সেই বিজলী কি 'আমি'?
নহে কভু!—
ইরম্মদ কি করিতে পারে?—
চেতনা-বিহীনা যেই—
যে,—নিজে নিজে না পারে চিন্তিতে,
কেমনে সে লভিবেক উচ্চ নর-পদ?
আমি,—'আমি'—নহি ইরম্মদ।
তবে অগ্নি?—
যা'র বলে নাড়ি এ শরীর,
ঘুরি ফিরি,—ইতস্তত করি ;—
যা'র—ক্ষণেক বিহনে হয় জীবের মরণ,
জীবের জীবন যেই।
হায়! সেই অনল কি 'আমি'?
নহে কভু!—
আহারীয় ফল মূলে অগ্নির জনম,

তেজমাত্র নাড়ায় শরীর ;—
মলয় অনিলে—
হেলায় দুলায় যথা প্রফুল্ল কমলে।
এই যে বিটপীরাজি হেরি সারি সারি,
তরে তরে সুশোভিত ফলেতে মুকুলে,
এরাও জন্মেছে এই অগ্নির কৌশলে।
তবে,—বৃক্ষ আর নর-দেহে আছে কি প্রভেদ ?
আমি,—'আমি' নহি কভু তেজ।
তবে কি অনিল—
সৌরভ-গৌরবে যেই মাতায় বিমান,
জীবের জীবন—যেই জগতের প্রাণ॥
হায়! সেই অনিল কি 'আমি' ?
নহে কভু।—
যোগিজন করিয়াছে পবন-বিজয়,
সমান, অপান, ব্যান, প্রাণ-বায়ুচয়॥
আমি,—'আমি' বায়ু কভু নয়।
তবে ব্যোম্ ?—
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ আদি রিপুচয়,
আকাশ্ হইতে হায়,—হয় সমুদয়।
কিন্তু, ব্যোমের অতীত হয়—নিত্য নিরঞ্জন॥
হারে রে নয়ন!
নাহি করি' বিভূ-দরশন,

ভুলে আছ, হেরি তুচ্ছ প্রকৃতি-বদন ?
রে করদ্বয় ! একিরে উচিত হয়,
চিরকাল পশু-বৃত্তি করিবি পালন ?
ত্যজ অহঙ্কার,—হরি কর সার !
পূজরে—পূজরে সেই হরির চরণ !
হারে রে রসনা, সুরস বাসনা,
দিবানিশি কেন করিছ কামনা,
সমাধি সাধনা, করনা করনা,
এস না রসনা—হরিতে রসনা !
রে চরণ !
নাহি করি, হরি-অন্বেষণ,
বৃথা অন্ন আহরণে করিছ ভ্রমণ ?—

সহসা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের আবির্ভাব।

জ্ঞান। হে শঙ্কর ! জ্ঞানেন্দ্রিয় আমি,—
থাকি তব দেহের মাঝারে।
রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ-জ্ঞান
করি উৎপাদন।
আমার প্রভাবে,
নয়ন যুগলে হের,—
রমণীর রমণীয় সুধাংশু বদন,
কিশলয়ে কুসুমিত কুসুম-কানন।

প্রেম-আলিঙ্গন, প্রেমের চুম্বন,
শিহরি শিহরি দেহ করি সম্পাদন।
রমণী অধর-সুধা, যাহে নাহি ঘুচে ক্ষুধা,
সেই সুধা তোমারে হে করাইব পান।
অনঙ্গের রঙ্গ-সুখ করিব প্রদান,
তবে,—কি হেতু বৈরাগ্য তব?
তুমি আমি নহে পর—সম-অবতার।

শঙ্কর। কি 'জ্ঞানেন্দ্রিয় আমি'?
অহো! অজ্ঞানের মূল তুই
বৃথা তোর জ্ঞানেন্দ্রিয় নাম,
অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ—তোর পরিণাম।
দূর হও,—লয় পাও বিভুর কৃপায়;—
মায়া-ময় রূপে এস ভুলাতে আমায়?

সহসা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের তমোপ্রতিভারূপে রূপান্তর।

তমো। হে শঙ্কর! তমো-বৃত্তি আমি,
থাকি তব রসনা-ভিতরে।
মম গুণ এই—
প্রশান্ত প্রফুল্ল সদা যুক্তি-পরায়ণ
বিনয় ও কোমলতা আমারই কারণ।

শঙ্কর। রে বর্ব্বর!
সত্ব রজস্তমগুণে জনম যাহার,
কভু কি সে হ'তে পারে যুক্তিপরায়ণ?

অযুক্তি অন্যায় কায তোমারি কারণ।
দূর হও!—
সহিষ্ণুতাসহ কর নিয়ম-পালন।

তমো-বৃত্তির কল্পনা-বৃত্তিরূপে রূপান্তর।

কল্পনা। শুন হে শঙ্কর, কল্পনা তোমার,
তালুমূলে থাকি হে সদাই।
চিতবিনোদন, বিলাস ভবন,
সুখময় স্বপন দেখাই।
বন উপবন, নন্দন-কানন,
যথা যাবে লইব তথায়,—
কেন প্রতিহার, কর অবিচার—
তেঁই আমি তোমারে সুধাই ?

শঙ্কর। কি 'কল্পনা আমি' ?—
অরে কুহকিনী,—অজ্ঞান জননী,
তোমার কুহকে পড়ি' অজ্ঞান মানব,
মোহ-ময় ভব-পাশে বাঁধা আছে সব।
রে, কল্প,—বৃথা কল্প তুই!
অরে,—যদি চাস্ কল্পশূন্য কৈবল্য সাধন,
যারে যথা নির্ব্বিকল্প বিভুর চরণ।

সহসা কল্পনার মহত্তত্ত্বরূপে রূপান্তর।

মহত্তত্ত্ব। হে শঙ্কর! মহত্তত্ত্ব আমি,—
থাকি তব ব্রহ্মরন্ধ্রতলে।

বিনা এক সত্বগুণ, নাহি রজস্তমগুণ,
যে গুণ প্রভাবে আমি ভক্তজনে তারি।

শঙ্কর। (করযোড়ে) ওহে,—সত্য-নিত্য মহত্তত্ব!
করযোড়ে ধরি তব পায়,
মায়া-জাল ভেদ করি,
শ্রীহরিরে দেখাও আমায়।
হরি,—হরি,—হরি!—
কোথা তুমি—বংশীধারি!
অবিদ্যা-বিষেতে মরি,
আর না সহিতে পারি,
দেখা দাও দয়া করি,—
হরি—হরি—হরি!

সহসা মহত্তত্ত্বের হরি-রূপে আবির্ভাব।

হরি। (করযোড়ে) কোথা হে শঙ্কর,—দেব মহেশ্বর,
কোথা স্মর-হর!
আমি তব হরি,—প্রেমের ভিখারি,
তব-দ্বারে ফিরি।

শঙ্কর। হরি—হরি—হরি!—
দেখা দিলে দয়া করি!
হেরি প্রাণভরি!

হরি। তুমি হর আমি হরি,
তুমি মম রাধা প্যারি,

তুমি মম গোপনারী—তুমি বৃন্দাবন।
তুমি মম সীতা-সতী,
তুমি মম ভাই রে লক্ষ্মণ।
কভু আমি হর, কভু তুমি হরি,
কভু রে শঙ্কর, কভু রে শঙ্করী,—
একাধারে তুমি আমি হর-হরি ;—
এস এস দোঁহে আলিঙ্গন করি।

(প্রেমালিঙ্গন।)

গীত।

কেশব ধৃত—নন্দদুলাল,
জয় জগদীশ হরে।
জয় লক্ষ্মীপতে, জয় ব্রহ্মপতে!
জয় বিশ্বধাতা, জয় বিশ্বপাতা!
জয় চিন্ময় চেতন মুক্তিদাতা ;—
জয় জয় শৌরে, মুকুন্দমুরারে,
মধুকৈটভারে, কৃষ্ণ-কংসারে,
জয় জগদীশ হরে।

(শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান।)

(নৃত্য ও গীত সহকারে শঙ্কর-শিষ্যগণের প্রবেশ।)

গীত।

এস সবে মিলি, হরি হরি বলি,
হেলিতে দুলিতে খেলিতে যাই।
হরি হরি বলি প্রাণ জুড়াই।

হৃদিমাঝে আঁকা, ত্রিভঙ্গিম বাঁকা,
নয়ন মুদিলে দেখিতে পাই।
হরি হরি বলি প্রাণ জুড়াই।
আধ আধ আধ, নাহি তাহে সাধ,
যুগল মুরতি দেখিতে পাই।
হরি হরি হরি বল রে ভাই।
মরি মরি মরি, কিরূপ মাধুরী,
এ হেন রূপের তুলনা নাই।
হরি হরি হরি বল রে ভাই।

১ম, শিষ্য। ভাই! চল যাই খেলিবারে ?
শঙ্কর। ভাই! আর না খেলিতে যা'ব,
আর না সংসারে রব,
পেয়েছি রে হরি দরশন!
হ'য়ে বনচারী, বনে বনে ফিরি;
প্রাণভ'রি দিবানিশি হেরিব রে হরি!
২য়, শিষ্য। কেন ভাই! কি হেতু হে ত্যজিবে সংসার ?
শঙ্কর। ভাই! ধ্রুব ও প্রহ্লাদ,
যদি ঘরে ব'সে পেত হরি,
তবে, কেন বল কেঁদেছিল বনে বনে ফিরি' ?
১ম, শিষ্য। একি ভাই! এখনি কহিব গিয়া—
জননীর পাশে।

[শিষ্যগণের প্রস্থান।

শঙ্কর। (স্বগতঃ) জননি! জননি!
অহো! বিধবা রমণী তুমি,
চির অনাথিনী!
কিন্তু—মাগো!
আজ—হ'তে কিছু দিন,
থাক একাকিনী।
অন্ত্যেষ্ঠী-ক্রিয়ার কালে,
আসিব তখনি।

[প্রস্থান।

ইতি প্রথম গর্ভাঙ্ক।

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—কক্ষ।

(একদিক দিয়া শঙ্কর ও অপরদিক দিয়া সুভদ্রা এবং শঙ্কর-শিষ্যগণের প্রবেশ।)

সুভদ্রা। একিরে একিরে।—কি শুনি, কি শুনি?
লোকে বলে তুই হইবি সন্ন্যাসী,
ত্যজিবি সংসার,—ত্যজিবি মায়েরে,
সত্য কিরে যাদুমণি?—

শঙ্কর। মাগো মিথ্যা নহে,—সত্য এ বচন।

সুভদ্রা। কেন বাছা—কি হেতু এ ভাব তব?

শঙ্কর। মাগো! বেদ-বিধি করি অধ্যয়ন,—
জানিয়াছি এ সংসার—অসার সকলি;
তেঁই মাতঃ! ত্যজিব সংসার,—
হইব সন্ন্যাসী,—নিত্য-নিরঞ্জন হেতু।

সুভদ্রা। বাছা! সত্য সত্য ত্যজিবি মায়েরে?
অহো! আমি অনাথিনী,

বিধবা রমণী,
পতি মম গেছেন ত্যজিয়ে।
তবে,—বেঁচে আছি শুধু—
তব মুখ-পানে চেয়ে।
বাছা!—নাহি ত্যজ দুখিনীরে—
হেন অসময়ে।

(ঘটক, পুরোহিত ও প্রতিবেশিনীগণের প্রবেশ।)

ঘটক। দেবি! তব সন্তানের,
শুভ পরিণয় হেতু,
সুন্দর সুচারু কন্যা করিয়াছি স্থির।
এবে অনুমতি হ'লে,
বিবাহের করিগে উদ্যোগ?

সুভদ্রা। দেব! কব কি গো দুঃখের বারতা!
দুগ্ধের সন্তান হের শঙ্কর আমার,—
কিন্তু,—সেও কহে,—যে,—
আজ হ'তে ত্যজিব সংসার,—
হইব সন্ন্যাসী!

পুরোহিত। ওগো! কলিকালের ছেলের,
অল্প বিদ্যা হ'লে,
প্রায়—ঐ কথাই বলে।
এখন বিবাহ দিলে,
সব যা'বে ভুলে।

শঙ্কর। দেব ! কেন কহ ব্যঙ্গ-কথা ;—
জ্ঞান চক্ষু—কর উন্মীলন,
হের,—এ সংসার অসার সকলি।
ঘোর—মায়া-জাল, মহা-ইন্দ্রজাল,—
বেড়িয়া মানবে ক্লেশ দেয় চিরকাল।
দেব !—সেই মায়া ছেদিবারে
ক'রেছি মনন,—
সন্ন্যাস-আশ্রম তেঁই করিব গ্রহণ।
অসার সংসারে আর নাহি প্রয়োজন !

পুরোহিত। যত কিছু হেরি,—যত কিছু করি,
এ সকলি কি মায়া,—
সকলি কি ভ্রম ?

শঙ্কর। যাহা হের,—যাহা কর,
সকলি হে মায়া,—
সকলি হে ভ্রম।

পুরোহিত। এই যে প্রকৃতি হেরি সম্মুখে আমার,
এই যে চন্দ্রমা রবি ফিরে অনিবার,
এই যে তারকা দল করিছে বিহার ;—
এ সকলি কি মায়া,—
সকলি কি ভ্রম ?—

শঙ্কর। মায়া ! মায়া !! মায়া !!!
সকলি হে মায়া,—সকলই ভ্রম !!—

এই নয়নেতে হের বন উপবন,
এই নয়নেতে হের পর্ব্বত কানন।
গ্রহ তারা কত শত, নয়নেতে হের কত,
উজলি' উজলি' চলে অনন্ত গগণ ;—
কিন্তু,—আগে না বিচারি মনে নয়ন-লক্ষণ,
নয়নের গ্রাহ্য-জ্ঞান কে করে গ্রহণ ?—
এ নহে চাতুরি,—এ নহে ছলনা ;
শাস্ত্রে হের রয়েছে প্রমাণ,
ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য-জ্ঞান সকলই কল্পনা।
রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ,
এই পঞ্চ মায়া,—
ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম,—
এই পঞ্চভূত সনে মিলি' ;
অজ্ঞান মানবে হায়! ভুলায় কুহকে!
রে নয়ন,—রে শ্রবণ,—রে স্পর্শন!
আর না ভুলাও মোরে,—
ভুলিব না আর,—
জেনেছি জেনেছি সব মায়ার-বিকার।

পুরোহিত। দেবি! জানিলাম মনে আজি,
সামান্য সন্তান নহে শঙ্কর তোমার!
কলিকালে বেদ-বিধি করিতে উদ্ধার,—
নিজে বিশ্বময় দেব বিশ্বে অবতার!

(শঙ্করের প্রতি)—
ভগবন্ !—কৃপা করি কহ মোরে,
যেবা—মোহ-পাশে বদ্ধ হ'য়ে,
না পারে ত্যজিতে,—
পিতা, মাতা, পুত্র, দারা,
—না পারে ত্যজিতে এই অসার সংসার,
হায় !—কেমনে হইবে বল তাহার উদ্ধার ?

শঙ্কর। হরের্নামৈব কেবলম্,—হরের্নামৈব কেবলম্,
হরের্নামৈব কেবলম্।

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল !

শঙ্কর। মুখে হরি হরি বলি,
যবে—হরিময় হ'বে প্রাণ,—
হরি বলি মাতিবে রসনা,
বিষয়-বাসনা হায়,—তখনি রবে না।
অবশেষে—হরি-পদে পাইবে নিস্তার ;
কলিকালে হরি ব'লে হইবে উদ্ধার।

সুভদ্রা। যত কিছু বল, কিন্তু,—
সন্ন্যাসী হইতে তোরে নাহি দিব কভু।

শঙ্কর। মাগো ! মূঢ়মতি নর,
অবিদ্যা-কুহকে বেড়ি,—
কর্ম্মের বিপাকে পড়ি—
সুর নর পশুযোনি করিয়া ভ্রমণ,

বার বার সহিতেছে জনম মরণ।
কিন্তু,—মাগো!—
আর না সহিব আমি যমের যাতনা,
আর না মায়েরে দিব প্রসব বেদনা।
আর না আসিব এই অসার সংসারে,
আর না ঘুরিব মাগো! মোহ-মায়া ঘোরে।
মাগো! ভেবে দেখ,—
কতবার জন্মিয়াছ,—কতবার হ'য়েছে মরণ,
প্রতি জন্ম জন্মান্তরে,—
প্রসব ক'রেছ কত পুত্র অগণন!
কিন্তু,—মাগো! কহ মোরে,
কোথা তব সেই পুত্রগণ?
তবে কেবা কার, কে তোমার,
কারে তুমি বল গো আমার?
কেবা পিতা, কেবা মাতা,
কেবা বল কার?—
সকলি অসার, এক হরি মাত্র সার।
মাগো!—দেহ আজ্ঞা মোরে,
কর আশীর্ব্বাদ,—
সন্ন্যাস-আশ্রমে ফিরি,
নব-কলেবর ধরি;—
শমনে দমন করি, হ'য়ে মৃত্যুঞ্জয়;

বেদেরে উদ্ধার করি,
যবে নাস্তিকেরে করিব বিজয়,
মাগো! সেই দিন প্রাণ ভরি;
গাব সবে ভারতের জয়!!

সুভদ্রা। দশ মাস দশ দিন ধ'রেছি জঠরে,
সহেছি যে প্রসব বেদনা,
এবে, পেতে কি বেদনা হায়!
জননীর প্রাণে,
পালন করিনু তোরে?—
বাছা! এ নহে, এ নহে কভু,
সন্তানের কায।
জ্ঞানী তুমি করহ বিচার,—
ত্যজ'না ত্যজ'না বাছা, দুখিনী মায়েরে।

শঙ্কর। মাগো! চিন্ময় চেতন যিনি,
নানারূপ ধরি তিনি,
মায়াবলে সৃজিলেন ব্যাপ্ত চরাচর,
বিরিঞ্চি কেশব শিব—ভূচর খেচর।
সৃজিলেন নর-নারী,—
এক হ'তে বহু,
কিন্তু, সকলেই এক।
আমি, তুমি, তিনি, নহে ভিন্ন
সকলেই এক,—তবে,

কে কারে ত্যজিতে পারে,
কহ গো জননী ?

সুভদ্রা। অহো ! কি কু-ক্ষণে করি অধ্যয়ন,
হেন মতি হ'লো তোর ?

শঙ্কর। মাগো ! ক'রেছ মায়ের কায
পুত্রে করি উচ্চ জ্ঞান দান।
অহো ! স্নেহময়ী জননী আমার,
স্নেহ ভরে ক'রেছ পালন ;
কিন্তু মাগো !
সন্তানের সুখে তব সুখ সম্পাদন,
সন্তানের দুঃখে তব দুঃখের কারণ।
তবে, সন্তানের মোক্ষ-বাদ সাধ কি কারণ ?

[প্রস্থান।

সুভদ্রা। পুত্র-শোকে না রাখিব প্রাণ,
ত্যজিব জীবন জাহ্নবী-মাঝারে ;
ওরে তোরে মাতৃঘাতী, মাতৃঘাতী—
ঘুষিবে সংসারে !!!

] সকলের প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—নদী-তীর।

জলমগ্ন শঙ্কর।

সুভদ্রা আসীনা।

শঙ্কর। মাগো! রক্ষা কর মোরে!
দুরন্ত কুম্ভীরে পদদ্বয় ধ'রেছে আমার।
আজ্ঞা দেহ, হইতে সন্ন্যাসী—
ত্যজিতে সংসার,
নহে—এখনি নাশিবে প্রাণ—
এখনি নাশিবে।

সুভদ্রা। কি করি রে বাছা,—
আজ্ঞা দিনু তোরে!
(স্বগতঃ) মাগো জগন্ময়ি!
এই কি গো ছিল তব মনে,
ছলে বলে এ কৌশলে—
হরিলে সন্তানে মম?

বল্ বাছা!
যবে মহাকাল গ্রাসিবে আমায়,
নয়ন হইবে স্থির—স্থির কলেবর;—
বাছারে! সে অন্তিম কালে,
কে আমায় ল'য়ে যাবে জাহ্নবীর তীরে,
কে আমার মুখ-অগ্নি করি' সম্পাদন,
পুন্নাম নরক হ'তে করিবে উদ্ধার?

শঙ্কর। মাগো! ভ্রমে ভুলে বোধ হয়,—
মায়াময় কলেবরে আছয়ে প্রভেদ,
কিন্তু মাগো!—
কিছু নহে ভিন্ন,—সকলেই এক।
আত্মাময় হয় গো সংসার!
তাই বলি,—
যখনি স্মরিবে মোরে আসিব তখনি।
তবে,—অকারণ
কেন খেদ কর গো জননি?

সুভদ্রা। আজ গৃহে চল,—
কাল তুমি ক'রো বাছা—
যেবা আছে মনে।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রথম অঙ্ক।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—কক্ষ।

শঙ্কর যোগাসীন।

শঙ্কর। (স্বগতঃ)

ওঁ মনোবুদ্ধ্যোহঙ্কার চিত্তাদিনাহং,
ন শ্রোত্রং ন জিহ্বা নচ ঘ্রাণ নেত্রম্।
নচ ব্যোম ভূমি র্ন তেজো ন বায়ু,
শ্চিদানন্দ রূপঃ শিবোহম্ শিবোহম্॥
অহং প্রাণ, সংজ্ঞো নতে পঞ্চ বায়ু,
র্ন বা সপ্তধাতু র্ন বা পঞ্চকোষাঃ।
ন বাক্যানি পাদো নচোপস্থ পায়ু,
শ্চিদানন্দ রূপঃ শিবোহম্ শিবোহম্॥
ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং,
ন মন্ত্রং ন তীর্থাং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ।
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা,
শ্চিদানন্দ রূপঃ শিবোহম্ শিবোহম্॥

(সহসা গৃহ পরিবর্ত্তনানন্তর মায়াকাননোপরি সূক্ষ্ম জল-প্রবাহ হইতে মায়াদেবীর অত্যাশ্চর্য্য আবির্ভাব এবং জল-প্রবাহোপরি নৃত্য ও গীত।)

গীত।

কত সুখোদয় হয় প্রণয়ের কাননে।
যে জেনেছে সে মজেছে অপ্রেমিকে কি জানে ॥
আবেশেতে ভুজপাশে, বাঁধাবাঁধি দু'জনে,
সোহাগে সোহাগ ভরি, মিলি মিলি নয়নে।
অধরে অধর চাপি, চুমি চুমি বদনে,
অনঙ্গ-আবেশে ভাসি শিহরিয়া মদনে।

শঙ্কর। দেবি!
প্রেমের আধার যিনি,
পূর্ণ-প্রেমময় তিনি,
যাঁর প্রেমে প্রেম-কণা পেয়েছে মানব,
প্রেম করি তাঁর সনে ;—
নারি-প্রেমে নাহি কিছু আশ।
তাই বলি,—
ফিরে দেখ মহামায়া অজ্ঞান-জননি!

মহামায়া। বৎস! পূর্ণ হ'ক তব মনস্কাম।

(মহামায়ার জলপ্রবাহের মধ্যে প্রবেশ।)

ইতি প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য,—(সরোবরে কমলোপরি দোদুল্যমানা সরস্বতী, রাজহংসোপরি কবিতা ও কল্পনা,—চতুর্দ্দিকে রাগিণীগণ আসীনা।)

গীত।

গাও বীণা ঋক্ যজু সাম আদি চারিবেদ।
ভেদাভেদ শূন্যবাদী গাওরে অভেদ বাদ।
গাও বীণা-যন্ত্র তন্ত্র,—ওঁ হ্রীং মহামন্ত্র,
গাও বীণা হরহরি—হরহরি নাহি ভেদ।

কবিতা। কেন রে কেন রে আজি ত্রিদিব-কুসুম,
হাসি হাসি প্রফুল্লিত পুণ্য ধরাধামে ?

কল্পনা। সখি ! না জানি কি কৃপা-বলে,
কৃপাময়ী আজি,
ফুল্ল কমলিনী জিনি ও রাঙ্গা-চরণে,
অলঙ্কৃত করিয়াছে পুণ্য আর্য্য-ভূমি।
হের,—পেয়ে ও চরণ,
হাসি হাসি বসুমতী হ'য়ে উন্মাদিনী,
পুঞ্জ পুঞ্জ রাশি রাশি প্রসবে অকালে।

হাসি হাসি রবি শশী গ্রহদল সনে,
সহাসেতে ভাসিতেছে সুনীল গগণে,
গাইছে মঙ্গল-গান,—তুলি একতান,
বিমোহিত করিতেছে অনন্ত-বিমান।
ধন্য রে ভারতবাসি,—ধন্য আর্য্য-ভূমি,
ভারতে উদিত আজি উভয় ভারতী!

কবিতা। সখি! তব অদর্শনে,
বিহ্বলা হইনু সবে,—
কাঁদিয়াছি দিবানিশি,—
সহিয়াছি অশেষ যাতনা।
তলাতল রসাতল অতল বিতল,
খুঁজিয়াছি ব্রহ্মা-অণ্ড তন্ন তন্ন করি’।
এবে—ভাগ্যবলে,
পাইয়াছি দেখা তব।
সখি! কবিতা কল্পনা আর ছত্রিশ রাগিণী,
কভু কি থাকিতে পারে বিনা বীণাপাণী?

সরস্বতী। সখি! দুর্ব্বাসার শাপে পড়ি’
আসিয়াছি নরলোকে নারীদেহ ধরি।
এই মায়ার সংসারে,
ইচ্ছা করি’ মোহিত হ’য়েছি আমি।
এবে,—মনোমত পতি-পদে সঁপি মনপ্রাণ,—
প্রসবিব সন্ততিসন্তান।

কবিতা। কেবা হেন ভাগ্যবান্ আছে রে সংসারে,—
বীণাপাণী নিজ পাণি সঁপে যা'র করে ?

সরস্বতী। সখি ! ব্রহ্মার অংশেতে,
মণ্ডণ পণ্ডিত নামে জন্মেছে সংসারে।
বিদ্যায় অজেয় তিনি,—লক্ষ্মী আজ্ঞাকারী,—
বিশ্বরূপ নামে খ্যাত কর্ম্ম-কাণ্ডাচারি।
সখি ! ঐ হের আসিছে মণ্ডণ !

(বয়স্য সমভিব্যাহারে মণ্ডণ মিশ্রের প্রবেশ।)

মণ্ডণ। সখা ! এই কি সে কমলবাসিনী ?

(করযোড়ে স্তব।)

বিদ্যারূপা মহামায়া অবিদ্যানাশিনী,
বেদান্তবিজ্ঞান বেদবাক্য-বিনোদিনী।
শ্বেতাঙ্গিনী শ্বেতবাস জিনি সরোজিনী,
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ কটাক্ষে দায়িনী,
নমস্তে নমস্তে দেবী কমলবাসিনী,
রাখ রাখ রাঙ্গা-পদে দাসে বীণাপাণী।

সরস্বতী। সখি ! কহ তাঁরে,—
পিতৃ-অনুমতি ল'য়ে,
বিধিমতে করিতে বিবাহ।

ইতি প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—গঙ্গাতীর।

শঙ্কর। (স্বগতঃ) দেবি! সুরেশ্বরি ভগবতী গঙ্গে।
ত্রিভুবন তারিণী তরল তরঙ্গে।
বসুধা হারে,—ত্রিভুবন সারে,
ত্বমসি গতির্ম্মম মায়ার সংসারে।
কল কল বাহিনী, হরিপদে রঙ্গে,
খণ্ডিত-গিরিবর মণ্ডিত ভঙ্গে।
রোগং শোকং, পাপং তাপং,
হর মে ভোগবতী, কুমতি কলাপং।
দ্রবময়ী-গঙ্গে ত্বয়ী, যো ভক্ত,
কিলতং দ্রষ্টং ন যম শক্ত।
পুন রসদঙ্গে, পুণ্য তরঙ্গে,
জয় জয় জাহ্নবী করুণাপাঙ্গে!

(চতুর্ব্বেদ হস্তে মহাদেবের চণ্ডালরূপে প্রবেশ।)

মহাদেব। রে শঙ্কর!
দুরন্ত চণ্ডাল আমি,—আমি তোর গুরু!

শঙ্কর। রে চণ্ডাল!
বিরিঞ্চি কেশব শিবে আছে যে চেতন,
সে চেতন,—কিবা তুচ্ছ চণ্ডালের প্রাণ,
পশু পক্ষী পতঙ্গেতে হের বিদ্যমান।
আত্মাময় হয় রে সংসার,
তবে,—কর্ম্মের বিপাকে প'ড়ি, কেন—
চণ্ডাল ব্রাহ্মণে ভেদ করিছ বিচার?
হের,—পঞ্চভূতময়,—সৃষ্টি সমুদয়,
আত্মা হ'তে হয়,—আমাতেই রয়,
আমাতে প্রলয়,—
যাঁর আছে এইরূপে আত্মতত্ত্ব জ্ঞান;—
তিনি মম গুরু।

(সহসা চণ্ডালের ভালে শশীকলা বিরাজিত এবং
দেবাদিদেব মহাদেবের মূর্ত্তি ধারণ।)

শঙ্কর। (করযোড়ে স্তব।)

ওঁ শান্তম্ শশধর-মুকুটং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং
নানালঙ্কার দীপ্তং শূলং নাগং স্ফটিক ভূষিতং
দেহ শান্তি! শান্তি!! শান্তি!!!
হরে ওঁ!—হরে ওঁ!!—হরে ওঁ!!!

দেব! কি সৌভাগ্য মানি আজি,—
অহো! অশরীরী অবিনাশী,

অনাদি অনন্ত যিনি,—তিনি,—
না জানি কি কৃপা বলে, স্বরচিত—
অনাদি অনন্ত মোহে হ'য়ে বিমোহিত,
সত্ব-রজস্তম গুণে হইয়া ভূষিত,
স্বশরীরে শঙ্করের সম্মুখে উদিত!
হে স্বয়ম্ভূ!—যদিও হে,—
নিরাকার নির্ব্বিকল্প তুমি,
তথাপি হে,—
তুমি সর্ব্বময় সর্ব্বের আধার;—
তোমার অস্তিত্ব বিনা অস্তিত্ব কাহার?
তেঁই, যদিও সাকার আমি,—কিন্তু,
তুমি আমি নহি ভেদ, সম-অবতার।

মহাদেব। হে শঙ্কর!
তুমি আমি নহি ভেদ,—অভেদ অন্তর।
তবে,—একরূপে করি আমি
ত্রিশূলেতে ত্রিলোক সংহার,
আর রূপে কর তুমি,
বেদ-বিধি বেদান্ত উদ্ধার।
একরূপে করি আমি,
কালকূট মহাবিষ পান,—
আর রূপে কর তুমি,—
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ দান।

রে শঙ্কর !
কালের গতিকে হের,
কলির ব্রাহ্মণ,—
ভোগে লালায়িত হ'য়ে,
অকালেতে কালগ্রাসে হ'তেছে পতন ;—
বেদ-মর্ম্ম কেহ নাহি করে অন্বেষণ।
সকলেই স্বল্পজীবী,—স্বল্প গুণযুত,
স্বল্প দিনে স্বল্প শ্রমে,
নাহি বুঝে বেদ—যাহা ব্যাস বিভাজিত।
তেঁই—এবে মম অনুরোধে,—
বেদ-ভাষ্য কর প্রণয়ণ,
যাহা, স্বল্প দিনে,—
সহজে বুঝিতে পারে কলির ব্রাহ্মণ।
লহ বেদ,—করহ গ্রহণ।

(বেদ প্রদান।)

শঙ্কর। প্রণমি হে গুরুদেব !—
করি তব চরণ বন্দন।

মহাদেব। শুন,—ভেদাভেদ উভয়ের বাদী,
পণ্ডিত ভাস্কর,—শাক্ত অভিনব গুপ্ত—
ভেদ-বাদী শৈব—নীলকণ্ঠ,—
পণ্ডিত প্রবর গুরু প্রভাকর,—
অবশেষে মণ্ডণ মিশ্রেরে জিনি,

মম আশীর্ব্বাদে,
জগতে অভেদ বাদ করহ প্রচার।

[মহাদেবের অন্তর্দ্ধান।

শঙ্কর। গুরুদেব! কোথা যাও?

[শঙ্করের প্রস্থান।

(পদ্মপাদের প্রবেশ।)

পদ্ম। (স্বগতঃ) নীরব নীরব হায় নীরব সকলি,
নীরব দম্পতী দোঁহে প্রেমের পুত্তলি।
নীরবেতে ভুজ-পাশে করিয়া বন্ধন,
সুষুপ্ত নয়নে হেরে সুখের স্বপন।
চকোর চকোরি দোঁহে হারায়ে চেতনা,
নীরবেতে সহিতেছে বিরহ-বেদনা।
নীরবেতে নিশানাথ সুখতারা সনে,
নীরবেতে ডুবিতেছে পশ্চিম গগণে।
যাই এবে,—হইয়াছে ঈশ প্রণিধান,—
পুণ্যবতী ভাগীরথী জলে করি স্নান।

(উদঙ্কের প্রবেশ।)

ভাই! প্রতিদিন করি গঙ্গাস্নান,
কিন্তু,—না জানি কি মহাপাপে,
মনের মালিন্য মম নাহি হয় দূর?

উদঙ্ক। জিজ্ঞাসহ গুরুদেবে!
এখনি ঘুচিবে তব মনের বেদনা।

(শঙ্করের প্রবেশ।)

গুরুদেব! প্রতিদিন করি গঙ্গাস্নান।
কিন্তু, কহ মোরে,—
মনের মালিন্য কেন নাহি হয় দূর।

শঙ্কর। বৎস! নিশার নীহার সহ আকাশ কুসুমে,
সৌরভ গৌরবে মাতি বিমান কাননে,
উত্তরিলা ভোগবতী বিষ্ণুর চরণে।
এবে,—হিমাদ্রির মহা অদ্রি হ'তে,
ঝর ঝর ঝরিতেছে পুণ্য ধরাধামে,
তর তর ব'হে যায় সাগর-সঙ্গমে।
হে বৎস, ভোগী যেবা,—
যেবা—ভোগ বিলাসের আশে,
পঞ্চভূতময় দেহ করিতে ধারণ,
প্রকৃতিরে পুনপুন করে আলিঙ্গন ;—
তাহার উদ্ধার হেতু,—
পুণ্যবতী ভাগীরথী লয়েছে জনম।
কিন্তু,—যোগী তুমি,—তব ইচ্ছা এই,
প্রকৃতির আলিঙ্গন করিয়া ছেদন,
অনাদি অনন্তরূপ করিবে ধারণ।
তোমার উদ্ধার হেতু,—
তব ব্রহ্মরন্ধ্র-স্থিত বিষ্ণুপদ হ'তে,
শরীরে বহিছে গঙ্গা হের বিদ্যমান।—

ইড়া ও পিঙ্গলা দোঁহে সুষুম্নার সনে,
শরীরে বহিছে হের ত্রিবেণী মিলনে।
সেই পুণ্যবতী-জলে যদি কর স্নান,
তখনই পাইবে তুমি মুক্তির সন্ধান।

উদঙ্ক। দেব! সংসার আশ্রমে হেরি,—
মাটীর পুতলী গড়ি,
সচন্দন বিল্বদলে করিছে পূজন,—
তবে বৃথা যোগ যাগে কিবা প্রয়োজন?

শঙ্কর। শম দম উপরতি ক্ষমা ও ভকতি,—
এই কয় ধর্ম্মবৃত্তি গুণে,—
পশু পক্ষী কীট হ'তে হ'য়ে উচ্চতম,
দুর্লভ মানব নাম করেছ ধারণ।
ভক্তি—ভক্তি—ভক্তি হায়, অন্তরের ধন,
কিন্তু,—সেই ভক্তি, কেমনে হে করিবে অর্জ্জন?
বৎস! বেদ-মার্গ কি করিতে পারে?
যদি পুরাণ না থাকিত সংসারে,
শম দম উপরতি ক্ষমা ও ভকতি,
কে শিখাত ধর্ম্মবৃত্তি মূঢ়মতি নরে!
বৎস!—সেই হেতু দেব-দেবী পূজার নিয়ম।
এবে—চল যাই কাশীধামে।

[সকলের প্রস্থান

ইতি দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—কাশীধাম,—মণিকর্ণিকা।

(বৃক্ষশাখে মনুষ্যবদনবিশিষ্ট ক্ষুদ্র পক্ষীরূপধারী
উপনিষদ্ আসীন।)

উপনিষদ্ কর্ত্তৃক স্তব।

জয় জয় শঙ্কর—শঙ্কর অবতার,
তার তার যতিবর,—বেদ ভাষ্যকার।
বিশ্বের ঈশ্বর তুমি বিশ্বের আধার।

(শঙ্কর ও শিষ্যগণের প্রবেশ।)

উপনিষদ্। হে শঙ্কর! রক্ষা কর মোরে,—
স্মরণ লইনু আজি ও পদ-পঙ্কজে।
শূন্যবাদী বৌদ্ধদল চিরবৈরী মম,
ধাইতেছে চিরকাল,—
সমূলেতে নাশিতে আমারে।

অবশেষে—বহুশ্রমে,
পেয়েছিহে আত্মলাভ কনাদের কাছে।
দূরদর্শী সাংখ্যগণ,—
পরমাপ্রকৃতি জানি পরমাত্মা ধনে,
দিয়াছিল দুঃখ উপদেশ ;—
কিন্তু,—পতঞ্জল চিত রোধ করি'
রাখিয়াছে কপিলের মান।
চার্ব্বাক দর্শনে, পরমাত্মা ধনে,
রাখি সংগোপনে,
করেছে অশেষ ভান ;—
এবে তুমি,—বেদেরে উদ্ধার করি,
রাখ—রাখ আর্য্যকুল মান।

[আকাশে উড্ডীয়মান।

শঙ্কর। তথাস্তু।—

(ব্যাসদেবের প্রবেশ।)

বেদব্যাস। ভো—ভো শিষ্যগণ!
কহ মোরে,—
কেবা গুরু তোমা সবাকার ?
আর—কোন্ কোন্ শাস্ত্র সবে কর অধ্যয়ন ?

পদ্মপাদ। যিনি,—ভেদ-বাদ করিয়া বিজয়,
জগতে অভেদ-বাদ করেন প্রচার,

শারীরক-সূত্র ভাষ্য যাঁহার রচিত,
তিনি হ'ন সবাকার গুরু ;—
তাঁর কাছে সেই ভাষ্য করি অধ্যয়ন।

বেদব্যাস। কেবা হেন জন,—
শারীরক সূত্রভাষ্য করে প্রণয়ন?

পদ্মপাদ। ইনিই সে গুরুদেব,—ইনি ভাষ্যকার।

বেদব্যাস। ভো ভো ভাষ্যকার!
শারীরক সূত্র যাহা ব্যাস বিরচিত,
যদি মর্ম্ম ক'রেছ গ্রহণ ;—তবে—
তাহার ভাষ্যের হেতু,—
যেবা কোন সূত্র হয় কর উচ্চারণ।

শঙ্কর। যে সকল গুরুগণ!
সূত্র মর্ম্ম করেছে গ্রহণ,—
করি আমি তাঁহাদের চরণ বন্দন।
যদিও হে দ্বিজবর ভাষ্যকার আমি,
সূত্রবিদ্ বলি নাহি করি অহঙ্কার,—
তথাপিও,—
যেবা আজ্ঞা হয় তব করিব পালন।

বেদব্যাস। শারীরকে,—তৃতীয় অধ্যায়ে আছে,—
"তদন্তর প্রতিপত্তৌ রংহতি সংপরিষক্ত
প্রশ্ননিরূপণাভ্যাম্"—
যদি এই সূত্র মর্ম্ম বুঝ,—অর্থ কর।

শঙ্কর। জীব যবে, ইন্দ্রিয়ের অবসাদে,
ভবলীলা সাঙ্গ করি অন্য দেহ পায় ;—
সেই কালে দেহ-বীজ,
সূক্ষ্মভূতে মিশাইয়া জীবসহ যায়।

বেদব্যাস। ভাল,—কহ দেখি মোরে,
জীবের মরণ কালে,
কর্ম্মাধীন হয় কি হে ইন্দ্রিয় সকল ?
নহে,—হয় কি হে জীবের সঙ্গতি ?
জীবের মরণ কালে,
ইন্দ্রিয় সকল কি হে অভিনব রূপে,
নিজ নিজ ভোগ-স্থল করে উৎপাদন ?
নহে কি হে,—মন একাকী কেবল,
ভোগ স্থানে হয় প্রতিষ্ঠিত ?
কিম্বা,—শুক পক্ষী যথা,
বৃক্ষ হ'তে বৃক্ষে করে গমনাগমন ;—
তেমতি কি জীবাত্মা
দেহ হ'তে দেহান্তরে করিছে গমন ?
কিন্তু,—শ্রুতি কহে,—
জীবের মরণ কালে, ইন্দ্রিয় সকল,
জীবাত্মার অনুগামী নাহি হয় কভু।
শ্রুতি কহে,—মৃত পুরুষের
বাগেন্দ্রিয়, অগ্নি,—প্রাণ, বায়ু ;—

চক্ষু, সূর্য্য—মন, চন্দ্র,—
ও শ্রবণ,—দিক্ প্রাপ্ত হয়।
তবে,—জীবের মরণ কালে,
দেহ বীজ,—
কেমনে যাইবে কহ জীবাত্মার সনে ?

শঙ্কর। ওহে দ্বিজবর ! শ্রুতি কহে,—
"ওষধী-লোমানি বানস্পতীন্ কেশাং"
অর্থাৎ,—
লোম যায় ওষধিতে কেশ বানস্পতি।
তবে প্রাণ বিনা দেহান্তরে,
জীবাত্মার উপভোগ কেমনে সম্ভবে ?

পদ্মপাদ। গুরুদেব !
"শঙ্কর শঙ্কর সাক্ষাৎ ব্যাস নারায়ণ হরি"
যদি,—
শঙ্কর ও নারায়ণে হয় গো বিবাদ,
তবে,—
অকিঞ্চন এ কিঙ্কর কি করিতে পারে ?

শঙ্কর। (করযোড়ে)
ওহে জগতের গুরু !
তবে কেন ছল এ দাসেরে ?
যবে তুমি,—
অদ্বয় অভেদ-বাদ ক'রেছ প্রকাশ।

তবে তব—বিষ্ণু সহ,—
পরম অভেদ ভাবে দেহ দরশন।—
চরিতার্থ করি মম যুগল নয়ন।

(বেদব্যাসের বিষ্ণুর অভেদ রূপ ধারণ।)

শঙ্কর। ওহে নর-নারায়ণ!
ওহে কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ!
স্বশিষ্যেতে সেবি আজি পরম চরণ!

[সকলের প্রণাম।

শঙ্কর। (করযোড়ে স্তুতি)
শুভ্র জটাজুট বিভ্রাজমান,
কৃষ্ণ অজিন কটি পরিধান;
শ্যামল সুন্দর, দিব্য কলেবর,
বিদ্যুতনিন্দিত ফুল্ল বয়ান!
বেদব্যাস। ওহে ভাষ্য-কার! ধন্য তুমি!
স্বয়ম্ভুর মুখে শুনি তব ভাষ্য-কথা,—
আসিয়াছি দেখিবারে।
তব ভাষ্য,—
দেবাসুর বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত সদা।
কলিকালে উদ্ধারিতে পাপী তাপী জনে,
একমাত্র গুরু তুমি।

শঙ্কর। ওহে জগতের গুরু!
চরিতার্থ হ'লো আজি পুরুষার্থ মম,
তবে কহ, এ জীবনে কিবা ফল আর,
ত্যজিব জীবন আজি সম্মুখে তোমার।

বেদব্যাস। ক'রো নাহি হেন কার্য্য কভু।—
শুন,—আর্য্যভট্ট কৌমারিল—আর,
মণ্ডণ মিশ্রেরে বাদে করি পরাজয়,
স্বয়ম্ভূ-সলিলে শেষে হইবে বিলয়।
বিধির নির্ব্বন্ধ তব অষ্ট বর্ষ আয়ু,
কিন্তু যোগবলে,
আর—অষ্ট বর্ষ তুমি করেছ অর্জ্জন।
এবে,—মম আশীর্ব্বাদে,—
আর—ষোড়শ বরষ হ'ক তব পরমায়ু।
হে আত্মতত্ত্বজ্ঞ!
তব অদর্শনে,—
কলিকালে, বেদ-মার্গ কে রাখিবে আর,
এবে,—মম আশীর্ব্বাদে;—
বেদের অভেদ-বাদ করহে প্রচার।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য,—মণ্ডণের কক্ষ।

(বেদব্যাস, জৈমিনী এবং মণ্ডণ মিশ্র আসীন।)

মণ্ডণ। (স্বগত) কর্ম্ম,—কর্ম্ম,
কর্ম্ম হ'তে সুখ দুঃখ পায় লোকে ;—
এ সংসারে কর্ম্ম বিনা কিছু নাহি আর।
কর্ম্ম,—কর্ম্ম,—কর্ম্মই সকলি।

(সহসা শঙ্করের আকাশমার্গে গৃহমধ্যে প্রবেশ।)

একি ! একি ! অলক্ষিতে তস্করের মত,
কে পশিছে গৃহে মম ?
গৃহদ্বার আচ্ছাদিত,
রক্ষিগণ অবিরত,
রক্ষিতেছে গৃহদ্বার কৃতান্ত সমান !
তবে,—
কেমনে পশিল গৃহে কপট সন্ন্যাসী !
ভো ভো কপটি মুণ্ডিত !

কি হেতু পশিলি হেথা তস্করের মত ?
অহো !—শ্রাদ্ধ কর্ম্মে,
মুণ্ডিতে হেরিলে হয় মহা অমঙ্গল।
রে মুণ্ডি! কহ মোরে,
কোথা হ'তে তুই ?

শঙ্কর। হের,—গলদেশ অবধি মুণ্ডিত।

মণ্ডণ। তুমি কতদূর অবধি মুণ্ডিত,—
নহে প্রশ্ন মম।
তবে,—প্রশ্ন এই,—যে,
কোন্ পথে আসিয়াছ তুমি ?

শঙ্কর। পথ,—কি কহে তোমারে ?

মণ্ডণ। অহো! কি কুক্ষণে,
মদে মত্ত সুরাপায়ী পশিল হেথায় ?
"কিমু সুরা পিতা ?"

শঙ্কর। হে মণ্ডণ!
সুরা পীতবর্ণা নহে,—সুরা শ্বেতবর্ণা।

মণ্ডণ। রে রে অনাচারী!
সন্ন্যাস আশ্রমে ফিরি ;—
কেমনে জানিলি তুই সুরার বরণ ?

শঙ্কর। বর্ণজ্ঞানে নাহি কিছু দোষ,—
কিন্তু,—রসজ্ঞানী তুমি,
যে সুরা সেবনে হয় নরক-দর্শন!

মণ্ডণ। রে বর্ব্বর! গর্দ্দভ যা' বহিতে কাতর,
হেন কন্থা অনায়াসে বহ অকাতরে,—
তবে,—শিখা আর যজ্ঞ উপবীত,
এত কিরে ভার বোধ হইয়াছে তোর?

শঙ্কর। হে মণ্ডণ! নহে কর্ম্মে—নহে ধনে,
নহে পুত্রে মোক্ষলাভ হয়।
তবে,—ত্যাগ—ত্যাগ—ত্যাগ,
যে পারে স্বীকৃতে ত্যাগ,
সর্ব্বত্যাগী যেই—মোক্ষ হয় তার।
মিথ্যা নহে,—সত্য হের বেদের বচন।
সেই হেতু,—
শিখা উপবীত ভার ত্যজিয়াছি আমি।

মণ্ডণ। বুঝিয়াছি,—বুঝিয়াছি,—
পত্নী-পালনের ভারে হইয়া অক্ষম,
তাই তুমি ত্যজেছ সংসার,
হইয়ে সন্ন্যাসী;—
এবে শিষ্য ও শাস্ত্রের ভার ক'রেছ বহন।
ধন্য তুমি!—

শঙ্কর। ত্যজি গুরুকুলে, পশিয়াছ গৃহস্থ-আশ্রমে।
এবে,—মায়ার কুহকে পড়ি'
পূজিছ রমণীদলে,
ধন্য তব কর্ম্ম-তত্ত্ব বিখ্যাত সংসারে।

মণ্ডণ। রে কৃতঘ্ন!
রমণীরে ঘৃণা কর?
যে রমণী স্নেহময়ী—স্নেহের কারণ,
যতনেতে জঠরেতে ক'রেছে ধারণ,
সহিয়াছে প্রসব-বেদনা,—
পালিয়াছে স্তন দুগ্ধ দানে,
এবে,—ঘৃণা কর তারে?—
কলঙ্ক রটাও তুমি অকলঙ্ক কুলে?

শঙ্কর। নাহি ঘৃণি রমণীরে,—সকলি জননী,
মাতৃ-সম হেরি সবে।
কিন্তু,—যেই দিন শুক্র তব,
মিলিয়াছে রমণীর শোণিতের সনে;—
তখনি হে সে রমণী,
জননী সমান হয় "জায়া" নামে খ্যাত।
এবে তুমি কাম-মদে মাতি',—
যে যোনি হইতে তব হ'য়েছে জনম,—
সেই নারী-যোনি সহ করিছ রমণ?
পশু! পশু! পশু তুমি!—

মণ্ডণ। রে রে কপটী মুণ্ডিত!
গার্হপত্য, দাক্ষিণ, আবহনীয়,
এই ত্রি-অগ্নিরে ত্যজি,—
ইন্দ্রহত্যা পাতকেতে হ'য়েছ পতিত।

"বীরহা বা এষ দেবানাং
যোহগ্নীনুদ্বাসয়তি"।—

শঙ্কর। হে মণ্ডণ! আত্ম-জ্ঞান শূন্য হ'য়ে,
আত্মহত্যা করি',—
আত্মহত্যা পাতকেতে হ'য়েছ পাতকী।
যেবা আত্মহত্যা করে,
মরণান্তে যায় সেই আঁধার নরকে।
"অসূর্য্যা নামেতে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতা
তাংস্তেপ্রেতাভিগচ্ছন্তি যকে
চাত্মহনোজনা॥"

মণ্ডণ। কথা নাহি কব তব সনে,—চোর তুমি,
যবে,—অলক্ষিতে পশিয়াছ আমার ভবনে।

শঙ্কর। চোর নহে আমি,—চোর তুমি!
ধনী তুমি,—
বহুধন করিয়া হরণ,
রাখিয়াছ নিজ পাশে।
ব'সে আছ রত্ন-সিংহাসনে;—
রত্নমালা দোলে গলে।
কিন্তু,—চেয়ে দেখ!
লক্ষ লক্ষ দীন হীন জন,
অন্ন বিনা, অনাহারে,
দিন দিন মরে অনুক্ষণ;—

কিন্তু,—তাহাদের না করি' পোষণ,
বহুধন করিয়া হরণ, রাখিয়াছ নিজ পাশে॥
তবে,—নিজে চোর হ'য়ে তুমি,
চোর বল মোরে ?
ধনের কি এই ব্যবহার ;—
আত্ম-সুখে মত্ত হ'য়ে,
পর-দুঃখ নাহি দেখ ফিরে ?
তুচ্ছধন তব—তুচ্ছ এ সংসারে !

মণ্ডণ। রে ভিক্ষুক ! ভিক্ষা যা'র জীবন-সম্বল,
কেমনে সে বুঝিবেরে ধনের মহিমা ?

শঙ্কর। রে বর্ব্বর !
যোগীরে দেখাও তুমি ধনের গরিমা ?
যা'র পুরীষ মূত্রেতে হয়,
মণি-মুক্তা মাণিক্যাদি অমূল্য রতন ?

মণ্ডণ। অহো ! "কর্ম্মকালেন সংভাষ্য
অহম্ মূর্খেন সংপ্রতি।"

শঙ্কর। ভাল মূর্খ আমি,—
কিন্তু,—পণ্ডিত হইয়া তুমি,
কেন কহ যতি-ভঙ্গ অশুদ্ধ বচন ?

মণ্ডণ। কোথা ভাঙ্গিয়াছে যতি ?—

শঙ্কর। "সংভাষ্য অহম্"
এই পদে ভাঙ্গিয়াছে যতি।

যদি চাহ কহিবারে বিশুদ্ধ বচন,—
তবে কহ,—"সংভাষ্যোঽহম্, সংভাষ্যোঽহম্।"

মণ্ডণ। রে রে যতি কুলাঙ্গার!
যতি তুই,—
তোরে ভাঙ্গিবারে আমি ক'রেছি মনন!
কোথা পিতামহ ব্রহ্মা,—
আর কোথা তোর মত মূর্খ—মেধাহীন পশু
অহো! বুঝিয়াছি—বুঝিয়াছি,—
সুস্বাদু অন্নের হেতু,
যোগীবেশ ক'রেছ ধারণ!
ভাল—ভাল অন্ন দিব তোরে!—
ভিক্ষা দিব তোরে!

শঙ্কর। অহে বিশ্বরূপ! যা'র অন্নগতপ্রাণ,
সে লইবে ভিক্ষা তব পাশে।
কিন্তু,—যোগী আমি,—নহে ভোগী,
অন্নময় কোশাধীন নহে মম প্রাণ।
হে মণ্ডণ! কোথা স্বর্গ,
আর কোথা নরকের তুল্য তুমি!
কোথা অগ্নি-হোত্র যাগ,
আর কোথা কলিকাল!
বুঝিয়াছি—মৈথুন-কামনা করি'
কর্ম্মকাণ্ড ছদ্মবেশ ক'রেছ ধারণ!

ব্যাস। হে বৎস!
যিনি আত্মতত্ত্ব করিয়া সাক্ষাৎকার,
বেদ-ভাষ্য করে প্রণয়ন,
তাঁ'রে নাহি কহ কভু হেন কুবচন।
ইনি,—দেব-দেব মহাদেব,
কলির ঈশ্বর!
যথা অভিহিত মতে কর নিমন্ত্রণ।

(মণ্ডণ কর্ত্তৃক শঙ্করের যথাশাস্ত্র নিমন্ত্রণ।)

শঙ্কর। ওহে প্রিয় দরশন!
বাদ ভিক্ষা হেতু,
আসিয়াছি তোমার ভবনে।
হের,—তব দ্বারে,—পিঞ্জরে পিঞ্জরে,
শুকশারী যত,
বেদ—"স্বতঃ কি অস্বতঃ"
তাহা গায় অবিরত।
আসি সেই দ্বারে,
কেহ কিহে কভু অন্ন ভিক্ষা করে?
তুমি বেদান্তের মহা-অরি,
বেদ-মার্গে করি' অপমান,
ক'রেছ অশেষ পাপ,
এস মীমাংসায়,—
কে কা'রে জিনিতে পারে?

নহে,—কর্ম্ম-কাণ্ড ছাড়ি,
বেদের অভেদ-বাদ করিয়া আশ্রয়,
স্বীকার করহ তব নিজ পরাজয়।

মণ্ডণ। যদি রে অনন্ত-নাগ,
অনন্ত মূরতি ধরি'—
অনন্ত বয়ানে ভাষে,—অনন্ত ভাষেতে,
তথাপিও এ মণ্ডণ—তর্ক বিনা,—
জয় পরাজয় কভু স্বীকার না করে।
রে বর্ব্বর! ব্যাস নিয়ন্ত্রিত বেদ,
আর তব মাথামুণ্ড ভাষ্য,
মণ্ডণ মিশ্রেরে কহ লইতে আশ্রয়?—
তবে মম রীতি এই,—
যদি কেহ বাদ-ভিক্ষা করে,—তবে,
শ্রুতি নির্ণয়ের বাদ করি তা'র সনে।

শঙ্কর। এ বিবাদ স্থলে,—
কহ তবে মধ্যস্থ হইবে কেবা?

মণ্ডণ। মুনিদ্বয় মধ্যস্থ আমার।

(সরস্বতীর প্রবেশ।)

বেদব্যাস। ওহে বাদীদ্বয়!
নিজে সরস্বতী,—পরমা প্রকৃতি,
লীলাবতী নামে এবে,—

মণ্ডণের ভার্য্যারূপে বিশ্বে অবতার ;—
তাহারে মধ্যস্থ করি করহ বিচার।

সরস্বতী। কল্য হ'বে বাদ,—
আজ চল সবে,—বিশ্রাম আশ্রমে।
বড় সাধ আছে মনে,
করিব হে অতীথি-সৎকার।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি প্রথম গর্ভাঙ্ক।

তৃতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—বাদ-স্থল।

(মণ্ডণমিশ্র, সরস্বতী, বেদব্যাস, জৈমিনী এবং অপরাপর সভাসদ্গণ আসীন। একদিকে রাগ এবং অপরদিকে রাগিণিগণ সমবেত হইয়া গীত।)

গীত।

রাগ। কর্ম্মেযোগ, কর্ম্মেভোগ কর্ম্মে মোক্ষ পায় রে।
রাগিণী। যে দ্বারে—পিঞ্জরে—শুক শারী গায় রে॥
রাগ। কর্ম্মে রোগ—কর্ম্মে শোক—কর্ম্মে তাপ যায় রে।
রাগিণী। যে দ্বারে—পিঞ্জরে—শুক শারী গায় রে॥
রাগ। অগ্নিহোত্র যাগ-যোগ কর্ম্মযোগে পায় রে।
রাগিণী। যে দ্বারে—পিঞ্জরে—শুক শারী গায়রে॥

(সশিষ্যে শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ।)

সরস্বতী। এই যে কুসুম-মালা,
অর্পিলাম বাদীদ্বয়-গলে ;—
এবে,—এই বাদে যেবা হ'বে পরাজিত,
তা'র গলে, তখনি এ মালা,
হইবে মলিন।

(মাল্য প্রদান।)

মণ্ডণ। ভো ভো যতিবর!
প্রশ্ন মম কর অবধান,
পরে, বিশেষ বিচারি' মনে,—
দেহ প্রত্যুত্তর!—শুন,—
বেদের অভেদ-বাদ বিখ্যাত বচন,
কিন্তু,—সে মতের মহাবাদী আমি;—
বেদে কহে, যে,—
জীবাত্মা ও পরমাত্মা নাহি হয় ভেদ,
অভেদ সকলি,—অদ্বয় সকলি।
এবে সে অভেদ-বাদ
যদি নাহি পার করিতে প্রমাণ,
ঘুচাইব যোগীবেশ তব,—
পোড়াইব চতুর্ব্বেদ জ্বলন্ত অনলে।
জ্ঞান-কাণ্ড ধর্ম্মভাব দিব ছারে খার!

শঙ্কর। যদি মহার্ণব হ'তে, পুণ্যবতী ভাগীরথী;—
উজান বহিয়ে যায় হিমালয় শিরে,—
যদি,—পশ্চিম অচলে সূর্য্য হয় হে উদয়;—
তাহাও সম্ভব,—কিন্তু,
বেদের অভেদ-বাদ কে করে খণ্ডন!
হে মণ্ডণ! যদি নাহি পারি,
অদ্বয় অভেদ-বাদ করিতে প্রমাণ;—
ত্যজিব এ যোগীবেশ হইব সংসারী।

মণ্ডণ। ভাল ভাল যতিবর !—
কর তবে প্রতিজ্ঞা পালন।
কিন্তু,—আমারও প্রতিজ্ঞা এই,—
যদি বিচারেতে হারি,
শিষ্য হ'য়ে রব তব—না বর সংসারী।

(ব্রহ্মাদি দেবগণ স্ব স্ব বাহনে সহসা অন্তরীক্ষে আবির্ভাব।)

শঙ্কর। অহে বিশ্বরূপ !
যবে মুনিবর শ্বেতকেতু
আর যাজ্ঞবল্ক, উভয়েতে কহিয়াছে,—
উদ্দালক,—আর জনকের পাশে,—
যে,—"অহং ব্রহ্মাস্মি"—অর্থাৎ
—আমিই সে ব্রহ্ম ;—
হে মণ্ডণ ! তাহাই প্রমাণ মম।

মণ্ডণ। আচার্য্যপ্রবর !
"হুঁ ফট্" বাক্য যথা
পাপ বিনাশের হেতু, যপেতে প্রমাণ ;-
তেমতি হে,—
তত্ত্বমসি,—বেদ-বাক্য
বেদান্তে প্রমাণ।

শঙ্কর। অর্থহীন যপযোগী "হুঁ ফট্,"—আর
অর্থযুত "তত্ত্বমসি" বেদের বচনে,
আছে অনেক প্রভেদ।

তবে "তত্ত্বমসি" বেদবাক্য
কেন নাহি প্রকাশিবে,—যে,
জীবাত্মা ও পরমাত্মা নাহি হয় ভেদ।

মণ্ডণ। "তত্ত্বমসি" বাক্য আর কিছু নহে,
শুদ্ধ,—বিধিবাক্য শেষ।
আর,—এই বাক্য,—যে
কতদূর সত্য,—তাহা
সবিশেষ যুক্তি বিনা কে করে স্বীকার।

শঙ্কর। ওহে পণ্ডিতপ্রবর!
"অহমস্তি"—অর্থাৎ—"আমি আছি"—
এই যে—
আত্মার অস্তিত্ব হেতু আমিত্বের জ্ঞান,
কেহ কভু করে অস্বীকার?

মণ্ডণ। আত্মার অস্তিত্ব হেতু আমিত্বের জ্ঞান
সকলেই করে হে স্বীকার।

শঙ্কর। তবে,—"নাহম্"—অর্থাৎ "আমি নাই"—
হে মণ্ডণ!—জীবন থাকিতে,
এ হেন সংশয়,—কভু কি উদয় হ'য়েছে মনে?

মণ্ডণ। নহে কভু।

শঙ্কর। সেই,—আমি—আমি—আমি আত্মা মম,
যা'র আছে আমিত্বের জ্ঞান
কহ মোরে কোথা হ'তে জনম তাহার?

মণ্ডণ। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্,
এই পঞ্চভূত হ'তে জন্মেছে সকলি।

শঙ্কর। সত্য বটে,—পঞ্চভূত হ'তে
জন্মেছে সকলি,—
কিন্তু কহ মোরে,—
কোথা হ'তে সেই পঞ্চভূতের জনম ?

মণ্ডণ। কহ তুমি যদি পার করিতে নির্ণয় ?

শঙ্কর। মায়া!—মায়া!—মায়া!—
এই অবিদ্যারূপিণী—
মহামায়া হ'তে—
"ক্ষিত্যপ্‌তেজো মরুদ্ব্যোম্",—
মায়াময়রূপ হের ক'রেছে ধারণ!
হে মণ্ডণ!
এই নয়নেতে হের বন উপবন—
এই নয়নেতে হের রমণী-বদন।
গ্রহ তারা কত শত,—
নয়নেতে হের কত,
উজলি' উজলি' চলে অনন্ত গগণ;—
কিন্তু,—হে মণ্ডণ!—
আগে না বিচারি' মনে নয়ন-লক্ষণ,
নয়নের গ্রাহ্যজ্ঞান কে করে গ্রহণ।
নাহি ক্ষিতি, নাহি অপ্—নাহি সমীরণ,—

নাহি রূপ, নাহি রস, নাহি পরশন ;—
নাহি রবি, নাহি শশী, নাহি গ্রহগণ,
মায়ার কানন সব মায়ার কানন !
এই অজ্ঞান জননী,
অবিদ্যারূপিণী,—
অনাদি অনন্ত মোহ মায়ার কারণ ;—
আদ্যাশক্তি প্রকৃতিরে,
জড়ময় স্থূলরূপে হইতেছে ভ্রম !
কিন্তু,—হে মণ্ডণ !—
অনন্ত চেতনময়—অনন্ত গগণ,
অনন্ত জ্ঞানেতে চলে অনন্ত ভুবন !
তবে—এই আত্মা মম,—
যরে,—জন্মিয়াছে,—সেই
পরমা পবিত্রারূপা পরমাত্মা হ'তে,
তবে,—
জীবাত্মা ও পরমাত্মা কেন হ'বে ভেদ ?

ণ্ডণ। যদি জীবাত্মা ও পরমাত্মা,
নাহি হয় ভেদ,—
তবে,—ঈশ্বর ও মনুষ্যেতে
আছে কি প্রভেদ ?

শঙ্কর। ওহে বিশ্বরূপ !
অনন্ত আকাশে হের অনন্ত অনলে,

জ্বলন্ত শিখায় রবি অহরহ জ্বলে ;
সেই রবি—সেই তেজ—সেই অংশুমালী,
জ্বলিছে জ্বলিছে হের মানব-শরীরে,—
তেঁই,—
সূর্য্য আর নরদেহ হয় কি সমান ?
তেমতি হে,—
মায়াযুত জীবাত্মা,—ও
মায়ামুক্ত পরমাত্মা,—এইমাত্র ভেদ।
হে মণ্ডণ !—
হরিময় হয় এ সংসার !
হরি বিনা কিছু নাহি আর !
যাহা হের—হরি হের,
হরি বিনা নাহি আর,
হরি—হরি—হরি—হরি একমাত্র সার !
হরিতে জনন মম—হরিতে সংহার,
হরিতে আহার মম—হরিতে বিহার।
হরি-ময় দেহ ধরি,
হরিনাম পান করি,
শয়নে স্বপনে হরি—
হরি হরি সার !
হরি-ময়—হরি-ময় হয় হে সংসার !
হে মণ্ডণ !—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"

এই অখণ্ডন বেদের বচন,
কা'র সাধ্য নর-লোকে করে হে খণ্ডন!

মণ্ডণ। গুরুদেব!
না জানি কি মহাপাপে হ'য়ে অচেতন
দুষিয়াছি অখণ্ডন বেদেব বচন,
তর্ক,—তর্ক,—তর্কে আর নাহি প্রয়োজন!

শঙ্কর। ওহে পণ্ডিত প্রবর!
সর্ব্বেসর্ব্বা পৃথিবীর মহীপাল যথা,
মহিষীরে বুকে রাখি' পালঙ্গ উপরে,
সুষুপ্ত নয়নে হেরে,
দুঃখময় দরিদ্রতা দুঃখের স্বপন,
তেমতি হে পরমাত্মা,
মায়ায় মোহিত হ'য়ে,
জীবাত্মা আকারে ভাসি,
অসার সংসার রূপ দেখিছে স্বপন!
হে মণ্ডণ!—
যদিও জাগ্রত তুমি,
কিন্তু,—নহে জাগরণ,
অনাদি অনন্ত মোহে আছ অচেতন!
তেঁই কর্ম্মত্যাগ বিনা—
মোক্ষ-ফল কিরূপে সম্ভবে?

মণ্ডণ। কিন্তু,—বেদে কহে,—

যে—স্বর্গকামী—সে,—
অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা করিবে যাজন !
তবে,—কর্ম্ম-ত্যাগ কিরূপে সম্ভবে ?
অন্ধ, পঙ্গু, খঞ্জ, আর চিররোগী—
যা'রা স্বভাবতঃ কর্ম্মহীন,—
তা'রা করিবারে পারে কর্ম্মকাণ্ড ত্যাগ।
কিন্তু,—
কর্ম্মিষ্ঠের কর্ম্ম-ত্যাগ হয় কি বিধান ?
যদি কর্ম্মাচারে স্বর্গ লাভ হয়,
তবে,—
কি হেতু ত্যজিব হেন সুখের সংসার !
কি হেতু ভ্রমিব বনে পশু পক্ষী মত ?
কি হেতু বিলাস সুখে রহিব বঞ্চিত ?
আচার্য্য প্রবর !
যদি অর্ক হ'তে পরিমল পায়,—তবে
অত্যুঙ্গ পর্ব্বত কেহ লঙ্ঘিবারে যায় ?

শঙ্কর। সত্য বটে কর্ম্মযোগে স্বর্গলাভ হয়,—
কিন্তু—স্বর্গও অনিত্য,—
শাস্ত্রে হের ভূরি ভূরি র'য়েছে প্রমাণ,
তবে অনিত্য সুখের হেতু,—
স্বর্গ-লাভে কিবা প্রয়োজন ?
কর্ম্মের বিপাকে পড়ি,

আসিয়াছ নরলোকে নর-দেহ ধরি'।
এবে, সংসার-হিল্লোলে পড়ি'—
ত্রিতাপেতে নহে স্থির—
তব মোহ-ময় মানস-কাণ্ডারী!
সে ত্রিতাপ স্বর্গলোকে সদা বিদ্যমান;—
সুরগণ,—
সদত অস্থির সেই ত্রিতাপের তরে।
তবে স্বর্গধামে,
ত্রিতাপের করে যবে সদা জ্বালাতন,
হেন স্বর্গ-সুখে তবে কিবা প্রয়োজন?
বার বার সহিবারে জনম মরণ,
অকারণ স্বর্গ-সুখ করিছ মনন!
হে মণ্ডণ! যদি চাহ, নিত্য সত্য,
নিষ্কাম ব্রহ্মের জ্ঞান,—
যা'হে নাহি নিরানন্দ কভু,—
সদা আনন্দ অপার,—
তবে,—মোহ-ময় কর্ম্ম-ত্যাগ করি,'—
জ্ঞান-মার্গ কর এবে সার।

মণ্ডণ। ওহে আচার্য্য-প্রবর!
বৃথা নিষ্কাম,—কামনা-হীন,—
হেন নির্ব্বিকল্প মোক্ষ-সুখে—
কিবা আছে ফল?

শঙ্কর। হে মণ্ডণ!
কর্ম্মের বিপাক হের আছে চিরকাল!
কর্ম্মে জীব বদ্ধ হয়,—জ্ঞানে মুক্তি-লাভ,
শাস্ত্রে হের র'য়েছে প্রমাণ।
হায়রে কর্ম্ম ত্যজি'—জীব যদি শিব হয়,—
আর লভে সেই—
অপার বিশুদ্ধ তত্ত্ব ব্রহ্মানন্দ-জ্ঞান ;—
তবে,—ত্রিতাপ-জনিত স্বর্গ,—
কেহ কভু করে হে সন্ধান ?

মণ্ডণ। সকলের ভাগ্যে তাহা কিরূপে সম্ভবে ?

শঙ্কর। তবে—কি হেতু হে বর্ণাশ্রম ?
কি হেতু হে—
ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালেতে হ'য়েছে প্রভেদ ?
প্রারব্ধ কর্ম্মের হেতু—আর কিছু নয়!
তবে, কর্ম্ম-ত্যাগ বিনা,—কহ মোরে,
দুঃখ-ত্যাগ কিরূপে সম্ভবে ?

মণ্ডণ। গুরুদেব! বুঝিয়াছি,—
নিজে বিশ্বময় তুমি—বিশ্বে অবতার!
আজ হ'তে, শিষ্য হ'য়ে রব তব,—
ত্যজিলাম অসার সংসার।—

(সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত)

সরস্বতী। যতিবর !—বড় সাধ আছে মনে,
শেষ তর্ক করি তব সনে !—এবে,—
ভিক্ষা হেতু চল সবে বিশ্রাম-ভবনে।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

তৃতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—প্রমোদ-উদ্যান,—বিশ্রাম-ভবন।

(সরস্বতী, কবিতা, কল্পনা ও অপরাপর রাগিণিগণের নৃত্য ও গীত সহকারে প্রবেশ।)

গীত।

সরোজবাসিনী, সরোজ হাসিনী,
সরোসীজ শির শোভিনী।
সরোজ বদন, সরোজ নয়ন,
সরোজিনী শ্বেতবরণী॥

কবিতা। আনন্দরূপিণি!
আজ কেন হেরি' বিষাদিনী?

কল্পনা। প্রফুল্ল কমল আজ কেন লো মলিন?

সরস্বতী। সখি! জানত সকলি,—
মহাতেজা সেই যতিবর,
শঙ্কর আচার্য্য নাম বিখ্যাত জগতে,—
বিদ্যাবলে জিনি' ত্রিসংসার,
পরিণামে জিনিলেন পতিরে আমার!

এবে সদা ভাবি তাই,
উপায় না পাই,
কেমনে সে শঙ্করে হারাই!
পুন ভাবি মনে,—যদি এ কুক্ষণে,
হারি পাছে, শঙ্করের কাছে,—
মরমে মরিব সই!—
পতি অপমানে, শেষে,—
নিশ্চয় ত্যজিব প্রাণ!

সকলের গীত।

চিন্তা কেন চিন্তাময়ী,
অচিন্ত আনন্দরূপিণী।
কবিতা কল্পনা—উভয়ে দুজনা,
আসে পাশে যার সঙ্গিনী॥
কালিদাস যার পায় শোভা পায়,
বেদব্যাস যার নামে তরে বায়,
তাহারে হারায়, এ হেন ধরায়,
আছে কেবা ওলো সজনী?
পতি তব দেহ, পতি তব প্রাণ,
রাখ রাখ সখি সে পতির মান,
শঙ্কর অজয় কর লো বিজয়,
কলিকালে যিনি জ্ঞান-চূড়ামণি।

সরস্বতী। সখিগণ! ঐ হের আসিছে শঙ্কর।

(স্বশিষ্যে শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ।)

এস এস যতিরাজ !—যতিবর !
সত্য বটে জিনিয়াছ পতিরে আমার,
কিন্তু,—তাঁ'র জীবন-সঙ্গিনী,
অর্দ্ধেক অঙ্গিনী,—
লীলাবতী সহ আজ করহ বিচার !
নারী আমি,—যদি হারি,
তাহে নাহি কিছু লাজ !
কিন্তু দেখো,—অবলার কাছে যেন,
পরাজিত নাহি মেনো আজ ?

শঙ্কর। দেবি ! অবলা ললনাদল,
করিবারে সমুজ্জ্বল,
আদরে জঠরে ধরি' ভারত-জননী,
প্রসবিল তোমা হেন নারী-শিরোমণি ;—
কৃতার্থ !—কৃতার্থ মাতা মানিল তখনি !
যতদিন থাকিবে গো পুণ্য আর্য্যভূমি,
অবলার মুখোজ্জ্বল শিরোমণি তুমি !
দেবি ! অতুল ললনা-কুলে,—
বিদ্যাবতী লীলাবতী সহ,—
পুরুষের বিসম্বাদ কিরূপে সম্ভবে ?

কবিতা। ওহে যতিরাজ ! কর নিজ কাজ,—
নহে ত্যজ যোগীসাজ,—

শুনেছি শুনেছি,—
বিদ্যাবলে জিনিয়াছ সকল সমাজ,—
তবে, নারী সহ আজ,
বিচারিতে কেন পাও লাজ ?

সরস্বতী। যতিরাজ !—ইথে নাহি কিছু পণ !—
ভয় নাই,—ঘুচা'ব না যতিত্ব ভূষণ !

শঙ্কর। দেবি !—বিচারে বিমুখ নহি কভু।

সরস্বতী। অহে জ্ঞান চূড়ামণি !
ধরায় আছয়ে এক অমূল্য রতন,—
প্রেমের চুম্বন—তাহা প্রেমের চুম্বন !
তেঁই সুধাই তোমারে—
কভু কিহে রমণীর সুধাংশু-বদন,
আবেশে সোহাগ ভরে ক'রেছ চুম্বন ?

শঙ্কর। দেবি ! শৈশব কালেতে,
স্নেহময়ী জননীর অঙ্কোপরি বসি'—
স্নেহবশে ভুজপাশে করিয়া বন্ধন,
চুমিয়াছি—চুমিয়াছি জননী-বদন !

সরস্বতী। রমণী রমণ-সুখ যাহে ঘুচে সর্ব্ব দুঃখ,
যে সুখের তরে হের শিব সর্ব্বত্যাগী,-
কভু কিহে হইয়াছ সেই সুখ-ভোগী ?

শঙ্কর। দেবি ! ভক্তচূড়ামণি আমি,—
নহি জ্ঞান চূড়ামণি !

সরস্বতী। অহে নবীন সন্ন্যাসি!
নবীন বয়সে আসি',
নয় নীতি করি' অধ্যয়ন,
আচার্য্য উপাধি শেষে ক'রেছ গ্রহণ!
কিন্তু,—কহ মোরে,—
এই,—রমণীর রমণীয় দেহে,
কোন্ তিথি—কোন্ পক্ষে, থাকে কোথা কাম?
কোন্ দিন, কোন্ কোন্ অঙ্গ—করিলে স্পর্শন,
অনঙ্গে উন্মত্ত হয় শিহরে মদন?

শঙ্কর। এক মাস পরে আসি দিব প্রত্যুত্তর।

সরস্বতী। ছিছি—ছিছি মহাশয়!
সামান্য প্রশ্নের হেতু,
একমাস লইবে সময়?

কবিতা। সখি!—বুঝেছি—বুঝেছি!
অবোধ পুরুষদলে করিয়া বিজয়,
মনে ভাবে জিনিয়াছি বিশ্ব সমুদয়,
কিন্তু জানে না যে,—
নারীসহ পুরুষের চির পরাজয়;—
(শঙ্করের প্রতি) ওহে দিগ্বিজয়!—
স্বীকার করিয়া এবে নিজ পরাজয়,
চ'লে যাও যথা তব অভিরুচি হয়!

[স্বশিষ্যে শঙ্করের প্রস্থান

(সখিগণ কর্ত্তৃক গীত।)

ইচ্ছারূপা ইন্দু আননী
ইন্দিরা ইড়া ইন্দ্রানী।
ঈষৎ হাসেতে, ঈষৎ ভাষেতে,
ঈঙ্গিতে ঈশানে জিনিলি স্বজনী।
হাসি হাসি হাসি, ঢলি ঢলি ঢলি,
নাচি' নাচি' নাচি', চল সবে মিলি',
বিজয় কাহিনী, ক'ব লো স্বজনী,
যথা আছে তব কান্ত গুণমণি।
কবিতা কল্পনা রাগিণী নিচয়,
সবে মিলি' গা'ব ভারতীর জয়,
শঙ্কর অজয়, করেছ বিজয়,
কলিকালে যিনি জ্ঞান-চূড়ামণি।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি তৃতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—বন সন্নিহিত পথ।

(স্বশিষ্যে শঙ্করের প্রবেশ।)

শঙ্কর। শিষ্যগণ !—জানিলাম যোগ-বলে,—
অমরক নামেতে ভূপতি,
মৃতদেহে প'ড়ে আছে শ্মশান মাঝারে
এবে মম নিজ-দেহ রাখি',—
প্রবেশি' সে মৃত-দেহে,
বাঁচাইব ভূপতির প্রাণ ;—
পরে,—ভূপতির শত শত,
কমলাক্ষী মহিষীর কাছে,—
কাম-শাস্ত্র করি' অধ্যয়ন,
লীলাবতী পাশে পুন করিব গমন।

পদ্মপাদ। গুরুদেব ! উর্দ্ধরেতা তাপসের,
কাম-কলা অধ্যয়ন, কহ মোরে,—
কভু কি সম্ভবে ?

শঙ্কর। হের,—মুকুন্দ-মুরারী,
বৃন্দাবনচারী—

ঢলি' ঢলি' বামে,—ত্রিভঙ্গিম ঠামে,
ভুলালেন গোপিকায়—বীণার বাদনে।
তেঁই,—শ্রীমধুসূদন,—শ্রীরাধা-রমণ,
কভু কি হে কামাচারী ?—
আদরে প্রেমের ডোরে বাঁধি বৃন্দাবন,
উদ্ধারিল গোপিকায় শ্রীমধুসূদন!
যদি সর্ব্বজ্ঞতা শক্তি-হেতু,
সর্ব্বশাস্ত্র শিখিবারে থাকে হে কামনা ;—
তবে কাম-শাস্ত্র বিনা,
পূর্ণ অপরোক্ষ জ্ঞান,
কহ মোরে,—কেমনে হইতে পারে ?
সত্য বটে,—
যোগীজন যোগ-বলে জানে হে সকলি ;—
যোগীর নিকটে কিছু নাহি অবিদিত,
তথাপিও,—
কৃতি বিনা কর্ম্ম-জ্ঞান নাহি হয় কভু।

পদ্মপাদ। কিন্তু,—
কামিনীর কমনীয় কটাক্ষ কুলিশ,
চূর্ণ করে,—ধ্যান জ্ঞান কৈবল্য সমাধি!

শঙ্কর। নিষ্কাম ব্রহ্মের জ্ঞান লভে যেই জন,
তা'রে কি ভুলাতে পারে, ছার কাম-কলা ?
এস এবে—এক কার্য্য কর সবে!

যতনেতে রক্ষ মম স্থূল দেহ।
এবে,—পরিসূক্ষ্ম লিঙ্গ-দেহ মম,
যোগ-বলে প্রবেশিবে,
অমরক ভূপতির মৃত কলেবরে।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি প্রথম গর্ভাঙ্ক।

চতুর্থ অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—অমরক রাজার বিলাস ভবন।

(অমরকরূপী শঙ্করের প্রবেশ।)

শঙ্কর। (স্বগত) রে মদন!—
দীপ্ত হুতাশন সম তব পঞ্চ শর;—
হায় রে! নাহি জানি,—
কেন জর জর আজি করিছে আমারে?
অহো! কি কুক্ষণে,—
যোগাচারী—দেব-দেহ ছাড়ি',
পশিলাম অপবিত্র রাজ-কলেবরে?
অহে শশধর!— এ সময়ে,—
তুমিও কি হ'লে বিষধর?
আজি,—মম ভাগ্য ফলে,
ঢালিছ গরলরাশি,—সুধারাশি ছলে?
মলয় সমীর!—কেন বহ ধীর?
ধীর সমীরে মোরে করিছ অধীর!
অহে,—ফুলকলি!—হিল্লোলেতে দুলি',

হাসি হাসি প্রকাশিছ নিজের গৌরব।
কিন্তু,—আজি মম,—
বিষ-ময় বোধ হয় সে হেন সৌরভ।

(নেপথ্যে কোকিল ধ্বনি।)

রে কোকিল!—
তব কমনীয় কাকলী গান;—
শুনিতাম সুখে সদা,
ললিত লবঙ্গ-লতা নিকুঞ্জ কাননে,
কিন্তু,—আজি তোর সেই কুহু-তান,
বজ্র-সম লাগে কানে!

(মনোরমার প্রবেশ।)

মনোরমা। একি একি মহারাজ!—
সুপ্রভাত মম আজি।
কোন্ পথ ভুলি',—
পশিয়াছ বিলাস-ভবনে?

শঙ্কর। মনোরমে!—অবিদ্যা কুহকে পড়ি',
আসিয়াছি বিলাস-ভবনে।
পূরাইতে মনোরথ,—অবিদ্যা ভুলাল পথ,
বিঁধিল অনঙ্গ অঙ্গ পঞ্চ শরাসনে,
তেঁই প্রিয়ে, আসিয়াছি তোমার ভবনে।

মনোরমা। মহারাজ!—
সকলি অবিদ্যাগত—ত্রিগুণে ভূষিত,

তবে,—সত্ব রজঃ তম ছাড়া,
কিবা সুখ আছে এ জগতে ?

শঙ্কর। সংসার-আশ্রমে সত্য,—
ভোগ বিনা—অসার সকলি !
ধরায় আছয়ে এক অমূল্য রতন,
প্রেয়সীর প্রেমময় প্রেমিক বদন।
তবে, প্রেম বিনা এ সংসারে—
কিবা আছে ধন ?

মনোরমা। যদি সেই প্রেম হয় প্রেমের মতন।

শঙ্কর। প্রিয়ে !—
পুরুষ-প্রকৃতি সহ হইতে মিলন,
সংসার আশ্রমে হের উদ্বাহ-বন্ধন !
কিন্তু,—নহে তুচ্ছ বিলাসের আশে,
শুভ পরিণয়-বিধি—হ'য়েছে স্থাপন !
নির্ব্বাণ—নির্ব্বাণ-সুখ লাভের কারণ,
পুরুষ-প্রকৃতি দোঁহে হয় রে মিলন !
একাকী পুরুষ—
অথবা প্রকৃতি, হে—
কি করিতে পারে ;—
যদি,—নাহি হয় দোঁহাকার
আত্মার মিলন ?
তবে,—পুরুষ-প্রকৃতি দোঁহে পূর্ণ কলেবরে ;

অনন্ত নির্ব্বাণ-সুখ লভিতে কি পারে ?
হের,—পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ
মুকুন্দ-মুরারী,
সহ নারী—রাধা প্যারী,
করিলেন পূর্ণযোগ,—
যে যোগের তরে,
একাধারে রাধাকৃষ্ণ, সদত বিহরে।
প্রিয়ে !—তাই বলি ;—
নহে তুচ্ছ বিলাসের আশে,
শুভ-পরিণয় বিধি—হ'য়েছে স্থাপন ;—
তবে,—নির্ব্বাণ—নির্ব্বাণ-মোক্ষ লাভের কারণ,
পুরুষ-প্রকৃতি দোঁহে হয় রে মিলন !
কিন্তু প্রিয়ে !—
কাম-শাস্ত্রে জ্ঞান বিনা,
কহ মোরে,—
পূর্ণ বিলাসের সুখ
কেমনে হইতে পারে ?
যে বিলাস—
অনন্ত নির্ব্বাণ-সুখ দেখাইবে পরে।
তেঁই প্রিয়ে !—
কাম-শাস্ত্র শিখিবারে ক'রেছি কামনা,
কৃপা করি' পূরাও বাসনা ?

মনোরমা। সে কি মহারাজ!
কিবা অভিলাষে,—এ বুড়ো বয়সে,
কাম-কলা শিখিবারে ক'রেছ বাসনা?
ভাল—ভাল,—চল চল;—
বোধ হয়-নিশি হোলো ভোর।
আর,—ঘুম ঘোরে বসিতে না পারি।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি চতুর্থ অঙ্ক।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য,—ভাগীরথী।

(এক পারে স্বশিষ্যে শঙ্কর, তুষানলে কৌমারিল এবং
অপর পারে পদ্মপাদ আসীন।)

শঙ্কর। পদ্মপাদ!—পদ্মপাদ!!—

পদ্মপাদ। কিবা আজ্ঞা গুরুদেব?—

শঙ্কর। বৎস!—শীঘ্র এস মম পাশে।—

পদ্মপাদ। একি!—মাঝে—গঙ্গা!!—
কেমনে যাইব পারে?—
অহো!—
কি সাহসে গুরু-বাক্য করিব হেলন?—
কিন্তু হায়!—
যিনি ভবার্ণবে কর্ণধার,
তিনি—কেন নাহি তারিবেন,
যাইতে গঙ্গার পার?
যা' থাকে কপালে হায়!—
চ'লে যাই—ভাগীরথী-বক্ষ পদে দলি',
দয়াময় গুরুদেব—রেখো রাঙ্গা পায়।

(পদ্মপাদ যেমন ভাগীরথী-বক্ষে পদ প্রসারণ করিয়াছেন, অমনি—প্রতি পদে এক একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম জল হইতে উঠিতে লাগিল।—পদ্মপাদ সেই এক একটি পদ্মের উপর পদনিক্ষেপ করতঃ ভাগীরথীর অপর পারে শঙ্করের নিকট আসিলেন।)

সকলে। ধন্য!—ধন্য!! পদ্মপাদ!!!—
অতুল ভকতি তব শ্রীগুরু-চরণে।

(পদ্মপাদ কর্তৃক শ্রীগুরুর চরণ বন্দন।)

শঙ্কর। বৎস পদ্মপাদ! ধন্য তুমি!!
যতদিন,—
বেদান্ত-দর্শন মম পালিবে ভারতে,
ততদিন,—
পদ্মপাদ নাম তব রহিবে জগতে।

কৌমারিল। শঙ্কর!—শঙ্কর! অহে সাক্ষাৎ শঙ্কর!
কৃপা দানি' শুন মম বাণী,—
আর্য্যভট্ট কৌমারিল মম নাম,
এবে,—ত্যজিবারে ভবধাম,
পশিয়াছি তুষানলে,—মরিব সত্বর।
অহে, বেদ-ভাষ্য-কার!
যবে, তুষানল করিয়াছি সার,—
এবে, শত অপরাধ,
নিজগুণে মার্জ্জহ' আমার।

গুরুদেব! দেহ পদধূলি,
যাই চলি,—উহুঃ,—
তুষের অনল-জ্বালা নাহি সহে আর!

শঙ্কর। একে! আর্য্যভট্ট কৌমারিল!—
অহো! কি হেতু—এ দশা তব?

কৌমারিল। গুরুদেব!—দুষিয়াছি বেদ-মার্গ,
হইয়াছি নিরীশ্বর-বাদী।
পরে,—স্বতঃসিদ্ধ বেদ-বাক্য প্রমাণের তরে,
পড়িয়াছি,—উচ্চ শৃঙ্গ-গিরি-চূড়া ধ'রে।
শেষে,—
একে একে নাশিয়াছি বৌদ্ধ গুরুদলে;
এবে হায়!—নিরীশ্বর-বাদ,
আর, গুরুহত্যা মহাপাপ,
এই কয় প্রায়শ্চিত্ত-হেতু—
পশিয়াছি তুষানলে!

শঙ্কর। হেন কার্য্য ক'রো নাহি কভু।
বার বার,—এই শেষ বার,—
হায়! সম্মুখে আমার,
একান্তই যদি ত্যজ প্রাণ,
তবে,—কমণ্ডলু হ'তে—
কুশাগ্রেতে বারিবিন্দু দানি',
পুনরপি করিব হে তব প্রাণ দান।

কৌমারিল। কর দয়া ভাষ্যকার!
উহু!—মরি—মরি!!—
তুষের অনল-জ্বালা সহে নাহি আর।

শঙ্কর। অহে কৌমারিল! উঠ—উঠ তুষানল ছাড়ি;—
ধর—ধর নব কলেবর!
অনল অনিল জ্বালা সব যা'বে দূরে।
এই আমি সিঞ্চিলাম বারি!—

(কমণ্ডলু হইতে বারি সিঞ্চন এবং কৌমারিলের উত্থান ও দিব্য-দেহ ধারণ।)

(লিপিহস্তে জনৈক আফ্‌গান্ ওমরাও দূতের প্রবেশ।)

দূত। (কুর্ণিষ করতঃ) হজরৎ! সেলামৎ—
জাহানে আলম্!—
বহুৎ হায়রাণে,—বহু পেরেসানে,—
বড়া দূর—কাবুল্ মুলুক্‌সে,—
তাঁবেদার হাজের হোঁ!—
ঢুঁড়ি ঢুঁড়ি,—তামাম্ মোকাম;—
আবি—আল্লাকো মেহেরসে,—
মেল্ গৈঁই—হুজুর্‌কো চরণ দর্শন।

শঙ্কর। ক্যা খবর,—বাতাহো আফ্‌গান্ দূত!

দূত। হজরৎ! কাবুল্‌মে আবি হায়, দোনো আমীর;
দোনো বেরাদার,—দোনো সরিকান।
মালিকানি,—দোনোকো সমান।

উওঃ,—ছোটে ভাই, আমীর ওম্‌রাও ;
ইএঃ,—চিঠ্যি ভেজা, হুজুর্‌কো পাস্‌।

(লিপি প্রদান এবং শঙ্করের লিপি পাঠ।)

শঙ্কর। শিষ্যগণ ! কাবুলের আমীর ওম্‌রাও,
খোসালিতে করিয়াছে মোরে নিমন্ত্রণ।
বোধ হয়,—যা'ব সবে আমীর সদন।
(দূতের প্রতি) ওহে, আমীর ওম্‌রাও দূত !—
মেহের্‌বানি করি',—চল মম যোগাশ্রমে,—
শ্রম তব করিব হে দূর।

দূত। যো হুকুম হজরৎ।—গোলাম হাজের হোঁ !—

(শিষ্যগণ কর্ত্তৃক গীত।)

জয় দেব শঙ্কর !—সাক্ষাত শঙ্কর !!
ব্যোম অতীতাতীত নিত্য নিরঞ্জন।
নির্ব্বিকল্প নিরাকার জীবের জীবন ॥
যে করে শঙ্করে ভক্তি, আছে তার চিরমুক্তি,
শক্তি কার এ জগতে করে রে খণ্ডন ?
কেবলং কেবলং যিনি কৈবল্য কারণ ॥
নাহি যার আদি অন্ত, চিদানন্দে সদা শান্ত,
ভ্রান্ত জীবে মোক্ষ পদ দেখায় যে জন।
অনন্ত জ্ঞানেতে ভাবি বেদান্ত-দর্শন ॥

[সকলের প্রস্থান।

ইতি প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পঞ্চম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য,—কাবুল, রাজ-ভবন।

(আমীর, উজীর, নাজের ও অপরাপর সভাসদগণ আসীন।)

(জনৈক প্রহরীর প্রবেশ।)

প্রহরী। জাঁহাপনা!—সেলামৎ—জাহানে আলম্!!—
গোলাম্ হাজের্ হোঁ।

আমীর। ক্যা খবর?—ঘাব্‌রাও মৎ;—
বাতাহো মেরা পাস্।

প্রহরী। বহুতর মোসাফের্ ফকির দর্‌বেশ্,
দেউড়ি পর ঠাড়া হোঁ।
আবি হুকুম্ হোনেসে,—
আনে মিলে হুজুরকো পাস্।

আমীর। উজীর!—

উজীর। জো হুকুম্ জাঁহাপনা!—

আমীর। ভালা আদব্ খাতের্ সে,—
দর্‌বেশ্‌কো দর্‌বার্‌মে লাও মেরা পাস্।

উজীর। জো হুকুম্ জাঁহাপনা!—
তাঁবেদার তৈয়ার্ হোঁ।—

[প্রহরীর সহিত উজীরের প্রস্থান।

আমীর। (স্বগত) কেয়া মৎলবে আবি,—
দর্‌বার্‌মে আতা হায়্ কোন্ দর্‌বেশ্ ?
দেল্‌মে মেরা মালুম্ হোয়,—
উওঃ,—বড়া খোস্‌নাম্‌জাদা হিন্দু দরবেশ্।

(শঙ্কর ও চারিজন শিষ্যের উজীরের সহিত প্রবেশ।)

শঙ্কর। (কুর্ণিষ করতঃ) জাঁহাপনা !—
শঙ্কর আচার্য্য মেরা নাম।
সেলামৎ—জাহানে আলম্ ;—
তাঁবেদার,—হুজুরে হাজের হোঁ।

আমীর। হজরৎ !—বহুৎ মেহের তব গোলামের প্রতি।
হজরৎ !—লোক মুখে শুনি,—
তব হজরতী এলেম কাহিনী,
ভক্তিভরে—করিয়াছি নিমন্ত্রণ।
পাইবারে তব চরণ দর্শন।
হজরৎ !—আজি যবে—
এতেক মেহেরবানি করিলে এ দাসে,
তবে অনুগ্রহ করি,
এই সামান্য আসন,
সকলেতে করুন গ্রহণ।

(শঙ্কর ও শিষ্যগণের যথা আসনে উপবেশন।)

শঙ্কর। জাঁহাপনা !—
চরিতার্থ হইলাম হেন সম্ভাষণে।

আমীর। হজরৎ! বোধ হয়, বহু পেরেসানে,
পশিয়াছ, শিলাময় আফ্‌গান স্থানে।
এবে, কিঞ্চিৎ বিশ্রাম লয়ে,
খানা-পানী করুন গ্রহণ।

শঙ্কর। কি কি খানা, জাঁহাপনা,—
হুকুম করিবে দাসে করিতে গ্রহণ?

আমীর। যাহা অভিরুচি হয়—করিব হাজের।

উজীর। জাঁহাপনা!—
যে জন অভেদ-বাদ করেন প্রচার,
কিবা ছার দেশাচার,—
কিবা ছার জাতি-ভেদ তা'র?
সে জন না মানে কোন আচার বিচার।
তাই বলি জাঁহাপনা!—
যে কোন হউক্‌ খানা,—নাহি মানা,—
যোগীবর করিবে আহার।
মদ্য মাংস মৎস্য আদি যে কোন ব্যঞ্জন,
যোগীজন ক'রে থাকে সকলি ভোজন।

আমীর। হজরৎ! যদি কোনরূপ দ্বিধা,—
মনে নাহি থাকে আপনার;—
তবে,—বড় দেল্‌খোস্‌ হবে,—
একাশনে বসি' সবে,
মম সনে করিলে আহার।

শঙ্কর। যো হুকুম জাঁহাপনা !—
হাজের এ তাঁবেদার করিতে পালন।

উজীর। হজরৎ! মৃগ মাংস,—আর দুম্ব মাংস,
এই কাবুলে যা' হয়,—তাহা,—
দুনিয়ার কোন দেশে নাহি মহাশয়!

আমীর। বিশেষতঃ—খাস্ আঙ্গুরে সুরা,—
আফ্গান্ মুল্লুক ছাড়া,
বেলাতেও নাহি পাওয়া যায়।
পোলাও কাবাব্ কোপ্তা যত মিঠে খানা,
এ মুল্লুকে,—বেদানার রসে পাক্ হয়।

উজীর। সত্য বটে নানা ফল ফলে হিন্দুস্থানে ;—
কিন্তু, কহ মোরে,—
বেদনা আঙ্গুর পেস্তা, ম্যাওয়া জাতি ফল,
ফলে কভু দুনিয়ার অন্য কোন স্থানে ?
দেখ চেয়ে সারি সারি,—
তরুশিরে তরে তরে দুলিছে বেদানা ;—
করিতে সাহস করি,
মোসাফেরে,—মালিকান নাহি করে মানা

আমীর। হজরৎ! এবে হুকুম হইলে,
তব হজুরে হাজের,—
করিতে সাহস করি,
মদ্য মাংস খানাপানী যথা অভিরুচি।

শঙ্কর। জাঁহাপনা! বহু পথ করিয়া ভ্রমণ,
বহুৎ হায়রাণ হ'য়ে—এসেছি এখন ;—
এবে,—সরোবরে,—কিম্বা নদীনীরে,
মনসুখে, করি প্রাতঃস্নান,—
খানাপানী করিব গ্রহণ।

আমীর। বিলম্ব কি হ'বে হজরৎ ?—

শঙ্কর। বিলম্ব না হ'বে কিছু ;
দণ্ডত্রয় মধ্যে,—ফিরি' আসিব নিশ্চয়।
জাঁহাপনা!—তব ইচ্ছামত,—
যত কিছু খানা দানা—
স্নান করি করিব ভোজন।

(নৃত্য ও গীত সহকারে বন্দিনীগণের প্রবেশ।)

ইয়েঃ সারা জাহানে জো জাঁহাপনা,
কঁহু হাল কেয়া আপনা কর্‌কে বেনা ?
মঞ্জুর তোমারা থা,—তব্ কহনা মুঝে,
জুদা দেল্‌দার্‌সে—জব্ কিয়া তুঝে,
কিয়া তু বাহানা, কহা হাল্ আপনা,
মেরি হাল্, মেহেরে আবি হুয়া দেওয়ানা।
অ্যায়সা সুরত চেহারা, যব্ পেয়ারে নেহারা,
মেরা দেল্ আস্‌নায়ে হুয়া মাতোয়ারা।
আবি খোদাকো আশীস্‌মে, রহো দেল্ খোস্‌মে,
মেরা দেল্‌কে দেকে যো কোই ঠেকানা॥

আমীর। নাজের! লয়ে যাও হজরতে।
মম খাস্ ম্যাওয়ার বাগানে,—
যতনেতে দিও বাসস্থান।
তথা,—স্বচ্ছ সরোবরে,—
হজরৎ! করিবেন স্নান।

[নাজেরের সহিত স্বশিষ্যে শঙ্করের প্রস্থান।

উজীর!—

উজীর। জো হুকুম জাঁহাপনা!

আমীর। দুম্বা, আওর হরিণ্‌কা বাচ্ছাকো গোষ্;
ভালা আঙ্গুরকা সরাপ্;—
চুনি চুনি,—সব্‌সে বড়িয়া ম্যাওয়া ফল;—
আওর, আচ্ছা, আচ্ছা নিম্‌কি মিঠা খানা;
আবি চাহিয়ে সব তিয়ারি রাখানা।
জল্‌দি হাম্ আতা হায়,—অন্দর সে।

[একদিক দিয়া আমীর ও অপর দিক দিয়া সভাসদ্গণের প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পঞ্চম অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য,—আমীরের ভোজনাগার।

(আমীর, উজীর, নাজের ও অপরাপর সভাসদ্‌গণ আসীন।)

আমীর। উজীর ! খানা দানা হুয়া হ্যায়্‌ তামাম্‌ তৈয়ার ?

উজীর। জাঁহাপনা ! তামাম্‌ মজুৎ।

আমীর। ওঃ !—এত্‌না ঘড়ি দের্‌ হুয়া,
আবিতক্‌,—কাহে নেহি ফিরে দর্‌বেশ্‌ ?
দেল্‌মে,—অ্যায়্‌সা মুঝে মালুম হোয়্‌,
যো—ইয়েঃ বেচারা,—বহুৎ তক্‌লিদ্‌সে,
ঘুসা হায়্‌—মুলক্‌ মে হামারা।
উসিওয়াস্তে, খোসালি মে—
গোসল কর্‌নেকো দের্‌ হো গেঁই।

(সহসা কৃষ্ণবর্ণ কুকুররূপে শঙ্করের প্রবেশ এবং আহারীয় দ্রব্যে মুখ প্রদান।)

সকলে। (স্বস্বব্যস্তে) আরে,—ভাগ্‌—ভাগ্‌—ভাগ্‌ !—
(মারিতে উদ্যত।)

[একখণ্ড মাংস লইয়া কুকুরের পলায়ন]

আমীর। তোবা!—তোবা!!—তোবা!!!—
ইয়েঃ, হারামজাদ্ সব পয়মাল কিয়া ?
উজীর! যেত্না বর্ত্তন হায়্ আবি ফেক্ দেও ;
নয়া খানা জড়ুর মাঙ্গাও!

(সভাসদ্গণ শশব্যস্ত হইয়া পুনরায় আহারীয় দ্রব্যের আয়োজন।)

চোপ্দার! খবর্দার্—
দেউড়ি ছোড়্কে কদি মৎ যাও।
হামেহাল্ রহ হুঁসিয়ার!—

(পুনরায় অলক্ষিতে কুকুররূপী শঙ্করের প্রবেশ এবং
মাংসাদি ব্যঞ্জন উচ্ছিষ্ট করন।)

সকলে। মার! মার! মার!! মার!!!—(প্রহার)

[কুকুরের পলায়ন।

আমীর। আল্লা! আল্লা!—তোবা! তোবা!!—
ইয়েঃ শরুয়া কেয়া জাদুগীর হোঁ ?—
কেয়া মালুম!—কোন সুরৎ সে,—
সব্‌কো আঁখ্‌মে ধুলি ডাল্‌কে, ফিন্ ঘুস্ গেঁই ?
চোপ্দার! হর্ ঘড়ি দেল্‌মে খেয়াল্ রাখ্‌না।
ফিন্ অ্যায়্সা চোরায়কে অন্দর মে ঘুস্‌নে সে,
হারাম্‌কো তরয়ারসে হালাল করনা!—

চোপ্দার। জো হুকুম জাঁহাপনা! গোলাম তৈয়ার হোঁ!

আমীর। উজীর! জরুর এক কাম্ কর্‌না!
জল্‌দি জাও দর্‌বেশ্‌কো পাস্।

মোরা সেলাম বাজাও !—
আওর, উন্‌কো বহুত্‌ খাতের সে
সাত্‌মে লেকে—মহল্লামে আও।
বোলো,—যো খানা পিনা তামাম্‌ তৈয়ার।

উজীর। জো হুকুম জাঁহাপনা! গোলাম তৈয়ার হোঁ।

[উজীরের প্রস্থান।

আমীর। ইয়েঃ—কালা কুত্তা কাঁহাসে আগেঁই ?
মেরা জনম্‌ভোর,—ইস্‌কো হাম্‌ কবি দেখা নেই!

(উজীরের সহিত স্বশিষ্যে শঙ্করের প্রবেশ।)

আইয়ে !—আইয়ে !—হজরৎ !!—
বড়া দের হো গেঁই।
হুজুরকো ওয়াস্তে,—
হাম্‌লোগ্‌ বেল্‌কুল্‌ ঠাড়া হায়্‌।

শঙ্কর। জাঁহাপনা! সেলামৎ,—জাহানে আলম্‌।
বারেবার,—এই তিনবার,
তাঁবেদার হাজের হোঁ!—

আমীর। সেকি বাত্‌ হজরৎ ?—
বারেবার,—তিনবার,—
কেমনে আসিলে হেথা ?
বরং আপনার বিলম্ব দেখিয়া,
অধীর হইয়া,—পাঠাইনু মন্ত্রীবরে,
করিবারে পুন সম্ভাষণ।

শঙ্কর। জাঁহাপনা! স্নান করি;—
বারবার,—দুইবার আসিলাম—
ক্ষুধায় কাতর হ'য়ে করিতে ভোজন।
কিন্তু,—সকলেতে,—
"ভাগ্—ভাগ্—মার—মার" করি,
মহা-রোষে করিল তাড়ন।
অবশেষে, দণ্ডাঘাতে প্রহারিল মোরে,
হুজুরের, চোপ্‌দার দ্বারের দুয়ারি।
তেঁই,—প্রাণ লয়ে পলাইনু দূরে।

আমীর। একি কথা হজরৎ?—
কেমনে আসিলে,—কেমনে যাইলে,
কেবা তাড়াইল,—কেবা প্রহারিল?
কিছুই বুঝিতে নারি!

শঙ্কর। জাঁহাপনা! ভেবে দেখ,—খেয়াল করিয়া।
কে আসিয়া খানা দানা করিতে ভোজন,
উচ্ছিষ্ট করিয়া দিল মাংসের ব্যঞ্জন?
কা'রে তুমি "মার-মার, ভাগ-ভাগ" করি',
খেদাইলে মহারোষে;—শেষে,—
কা'রে প্রহারিল তব দ্বারের দুয়ারি?

সকলে। হাঁ—হাঁ—একটা কেলে কুত্তা এসেছিল বটে!
তা'রে খেদায়েছি সবে "মার—মার" করি'।

শঙ্কর। জাঁহাপনা! সেই কেলে কুত্তা আমি।

আমীর। সেকি হজরৎ ?

শঙ্কর। জাঁহাপনা ! মিথ্যা নহে যথার্থ বচন।
পশিলাম কৃষ্ণবর্ণ কুকুরের রূপে,
মদ্য মাংস করিতে গ্রহণ।

আমীর। কহ হজরৎ !—কিসের কারণ,—
কুকুরের রূপে আসি' করিলে ভোজন ?

শঙ্কর। খোদা বানায়েছে যা'র খোদাবন্ নাম,
তা'রে কি বুঝা'ব আমি ?—
কথায় বলিয়া থাকে ;—
জাঁওহারি জঁওহার চিনে,
বেণিয়াঁকো নেহি হায় কাম।

আমীর। সত্য বটে,—আল্লার দৌলতে,
সারা কাবুলেতে,—লভেছি আমীরি ;—
কিন্তু,—আপনার কুদ্‌রতি বুঝিতে না পারি।
তাই,—নিবেদি চরণে,—
কহ মোরে খোলোসা বচনে,
যাহা—সহজে বুঝিতে পারি।

শঙ্কর। জাঁহাপনা !—মৃগ, তুম্ব, মেষ-মাংস,
আছে,—যতেক আমিষ খানা,
মম এই যোগাচারী দেহে হায়, কিছুই সহে না।
এবে তব অনুরোধে,—একান্তই যদি,
এই দেহে করিতাম আমিষ ভোজন,

তৎক্ষণাৎ,—অপবিত্র হ'ত দেহ ;—
শেষে—যোগভ্রষ্ট,—ধর্ম্মভ্রষ্ট হ'য়ে,—
অকালেতে দেহ মম হইত পতন।
সেই হেতু, পবিত্র এ
যোগাচারী দেহ ছাড়ি',—কুকুরের রূপ ধরি',
পশিলাম—মেদ মাংস করিতে ভোজন।
কারণ,—কুকুরের কোন মাংসে নাহিক বারণ।
অতএব,—খাদ্য যে যেমন,—
তাহা করিতে গ্রহণ,
তাহারি উচিত দেহ করিনু ধারণ।

আমীর। হজরৎ! তাজ্জব হ'য়েছি হায়, তোমার বয়ানে!!
বলিহারি ক্ষমতা তোমার!—
বোধ হয়, এ সারা জাহানে
নাহি হেন কোন জন,—যে,—
এ হেন ক্ষমতা ধরে—আপনার মত।
সে আক্কেল—সে হেকমত্ আছে তব কাছে।

শঙ্কর। বাস্তবিক—জাঁহাপনা!—
যোগাচারী নির্ম্মল শরীরে,
মদ্য মাংস হয় যথা বিষের সমান।

উজীর। তবে,—কেমনে হে!—হিন্দুদের
দেব-দেব মহাদেব,
অকাতরে হলাহল করিলেন পান?

শঙ্কর। দেব-দেব মহাদেব ?—দেব-দেহ তাঁ'র,
তথাপিও তিনি,—মহা-কাল রূপ ধরি',
হলাহল করিলেন পান।
কিন্তু, নহে দেব-দেহ মম ;—
আমি—সামান্য এ নর-দেহ ধরি।
তবে—কহ মোরে,—কেমনে হে,—
বিষময় মদ্য মাংস করিব গ্রহণ ?

আমীর। দুম্ব, পক্ষ্য, মেষ, মৃগ, মৎস্য আদি,
যত মাংস আছে এ জগতে,
এর মধ্যে সকলি কি সম বিষময় ?

শঙ্কর। মাংস মাত্রেই—মহা বিষ-ময়,
কিবা যোগী,—কিবা ভোগী—
কাহারও উচিত নয়,
কোন মাংস করিতে স্পর্শন।

আমীর। কেন হজরৎ ?—কহ কি কারণ ?—

শঙ্কর। আমিষ ভোজন মাত্রেই—
যোগী-জন বিধিমতে করিবে বর্জ্জন।
কারণ,—আমিষ আহারে,—
কাম ক্রোধ, লোভ, মোহ আদি রিপুচয়,
মানবের দেহে ক্রমে লইয়া আশ্রয়,
মনেতে পাশব-ভাব করে হে উদয়।
সাত্ত্বিক আচার যত,—রজঃগুণে ক'রে হত,

শেষে তমোগুণ, সবে করি' পরাজয়,—
নাশে মানবের ধর্ম্ম কর্ম্ম সমুদয়।
সেই হেতু,—কোন মেদ—কোন মাংস,
মানবের স্পর্শ করা উচিত না হয়।
যদি, নর-রূপী পশু হ'তে চাও!—
তবে—যথা ইচ্ছা মেদ মাংস খাও।
আর—যদি থাকে হেন মনে,
এই দেব-দেহ-নর দেহে,—
অনাদি অরূপ-দেহ করিতে ধারণ,
তবে, অপবিত্র আমিষ ভোজন,
একেবারে করিবে বর্জ্জন!

আমীর। হজরৎ!—তব শ্রীচরণ,—করিয়া স্পর্শন!
দেলেসা করিনু আমি,—
আজ হ'তে মদ্য-মাংস করিনু বর্জ্জন।
(চরণ স্পর্শন।)
গুরুদেব!—দেহ শিরে পদ-ধূলি,
অহো!—ভ্রমে ভুলি',
অনুচিত অনুরোধ করিয়াছি এবে।

শঙ্কর। জাঁহাপনা!—কিবা সাধ্য এ দাসের,—
তব শির করিতে স্পর্শন।
যা'র উচ্চ শিরে,—রাজ-ছত্র ধরে,
সে শির কি মনে ভাব সামান্য রতন?

দেবের দুর্লভ ইহা জেন' অনুক্ষণ !
সে যা' হোক্—তব উচ্চ অঙ্গীকারে,—
কৃতার্থ হইনু আজি !—

আমীর ! হজরৎ !—ভয়—বা নির্ভয় করি,
করযোড়ে—সুধাই তোমারে ;—
ফল, মূল আহারে কি আছে কিছু দোষ ?

শঙ্কর। কিবা আছে দোষ।

আমীর। তবে,—ভাল ম্যাওয়া ম্যাওয়া ফল,
চুনি' চুনি' এনেছি যতনে,
এবে—যদি মেহের্‌বানি করি,
ম্যাওয়া ফল খোসালিতে করেন গ্রহণ,
তবে—কৃতার্থ মানিব আজি,—
সার্থক জীবন হ'বে—সার্থক জনম !!

শঙ্কর। ওহে জাঁহাপনা !—
ম্যাওয়া জাতি যত ফল, আঙ্গুর বেদানা,
দুই জনে একাসনে ব'সে খা'ব,—
এই মম বিশেষ বাসনা।

আমীর। হজরৎ !—কৃতার্থ মানিব আরও,
হুজুরের প্রসাদ পাইলে।

শঙ্কর। যথা অভিরুচি তব।

(শঙ্কর ও শিষ্যচতুষ্টয়কে ফল মূলাদি প্রদান ও
যথাভিহিত সম্ভাষণ।)

(বন্দি ও বন্দিনিগণ সমবেত হইয়া নৃত্য ও গীত সহকারে প্রবেশ।)

রাগিণী বাঁরোয়া,—তাল লক্ষ্ণৌ ঠুংরি।

সকলে। ক্যায়্‌সা, উঁচা পাহাড়মে, খোদা পেয়ারে বানায়া,
বন্দিনী। অ্যায়সা, দেল্ খোস মুলুক কাবুলকো।
বন্দি। যাঁহা, সুরজ কিরণে, দেল্‌কো নেহি পেরেসানে,
বন্দিনী। রাখে ঠাণ্ডা বদন অন্দরকো॥

ক্যায়্‌সা, ম্যাওয়া ফল ফুলে, পেড়্ খোসে হেলে দুলে,
অ্যায়্‌সা, কিস্‌মিস্ বেদানা আঙ্গুর্‌কো।
ইয়েঃ, মুলুক্‌জো আফগান্, জ্যায়্‌সা দুনিয়ামে আস্‌মান্,
নামে কাঁপে দেল্ থর থর দুস্‌মনকো॥

বন্দি। হায়্ জোকোই বেইমান্, উস্‌কে আবি লেগা জান,
বন্দিনী। নিমক্ হারামীকো নেহি মিলে স্থান।
সকলে। হায়্ বড়িয়া খোস্‌নাম, ভর্ দুণিয়ামে তামাম্,
অ্যায়্‌সা জোরোয়ার্ তরয়ারি আমীরকো॥

ইতি তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

পঞ্চম অঙ্ক।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—কাশ্মীরমণ্ডল,—দক্ষিণ দ্বার।

(বাদীগণ আসীন,—সশিষ্যে শঙ্করের প্রবেশ।)

পদ্মপাদ। গুরুদেব! মাসাবধি পরে,
বহু কষ্টে পাইয়াছি পুন দরশন!
(সকলের প্রণাম।)
গুরুদেব!—হের!—
কানাদ, কাপিল, বৌদ্ধ, জৈমিনী, গৌতম,
সবে—রোধিয়াছে দ্বারদেশ।
বাদ বিনা কেহ,
প্রবেশিতে নাহি দিবে বিদ্যা-ভদ্রাসনে।
(সকলের কিঞ্চিৎ অগ্রসর।)

কানাদ। তিষ্ঠ,—তিষ্ঠ রে ভিক্ষো!
কর আগে প্রশ্নের উত্তর,
তারপরে পুন পদ ক'র অগ্রসর!
যদিরে সর্ব্বজ্ঞ হও,—তবে কহ—
পরস্পর পরমাণু মিলি'—
হয়েছে দ্ব্যনুক;
তবে, উভয়ের অনুত্বতা হয় কি কারণ?

শঙ্কর। সংযোগ ও দ্বিত্ব সংখ্যা প্রধান কারণ।

কাপিল। আমি কাপিল,—
বিনা বাদে নাহি দিব
প্রবেশিতে দক্ষিণ প্রাঙ্গণ।
সাংখ্য কহে,—
পরমা প্রকৃতি হয় জগত কারণ।
কহ তবে—কিবা মত তব ?

শঙ্কর। ওহে,—সাংখ্যাচার্য্যগণ !
কপিল যাহারে কহে—
আদ্যাশক্তি মহামায়া পরমা প্রকৃতি ;
বেদান্তে তাহারে কহে,—
পরমব্রহ্ম পরতন্ত্র জগতের গতি !

বৌদ্ধ। আমি বৌদ্ধ !—শূন্য-বাদী—কহ মোরে,
বিজ্ঞান ও বেদান্তেতে আছে কি অন্তর ?

শঙ্কর। ওহে,—অজ্ঞান-বিজ্ঞান-বাদী !
অন্ধ হ'য়ে অপরোক্ষ জ্ঞানে,
মনে ভাব জীবাত্মার আছয়ে নিধন,
কিন্তু,—বেদান্ত-বিজ্ঞানে কহে,
আত্মার বিনাশ নাই—অনন্ত জীবন !

(সরস্বতীর প্রবেশ।)

সরস্বতী। তিষ্ঠ—তিষ্ঠ—ওহে যতিরাজ !
অতুল সাহস তব !—উর্দ্ধরেতা হ'য়ে,

শেষে—অঙ্গনা-সম্ভোগ করি'
শিখিয়াছ কাম-কলা ?
জিনিবারে মম সম সামান্য নারীরে ?
ছিছি—ছিছি যতিরাজ !
এবে অশুদ্ধ জীবন লয়ে,
প্রবেশিছ মহা-পীঠ বিদ্যা-ভদ্রাসনে ?

শঙ্কর। দেবি ! নিজ দেহ পরিহরি—
রাজ-কলেবর ধরি',—
শিখিয়াছি কাম-কলা বিলাস ভবনে,
তবে,—মম যোগাচারী দেহ,
অশুচী হইবে কেন—কহ কি কারণে ?
নীচ জাতি শূদ্র যদি সুকৃতির বলে,
পর-জন্মে জন্মে পুন ব্রাহ্মণের কুলে ;—তবে,—
ব্রাহ্মণের বেদ-চর্য্যা কভু কি সে ভুলে ?

সরস্বতী। গুরুদেব।—
সাক্ষাৎ শঙ্কর তুমি—অগতির গতি !—
জিনিয়াছ লীলাবতী সহ তা'র পতি।
গুরুদেব! অবলা ললনা আমি—সদত চঞ্চলা,
শিক্ষা-হেতু তব পাশে হইয়া বিহ্বলা,
জিজ্ঞাসা—ক'রেছি আমি শেষে কাম-কলা !
গুরুদেব ! আজ্ঞা দেহ,
যাই তবে মহাপ্রস্থ-ধামে ?

শঙ্কর। বিদ্যাবতী লীলাবতী,
স্বয়ং দেবী সরস্বতী,—
অতুল জগতে তুমি ভারত-ললনা,
নারী-কুলে তব সহ কাহার তুলনা ?
যত দিন রবি শশী থাকিবে গো সতি !
রমণীর শিরোমণি তুমি লীলাবতী।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

পঞ্চম অঙ্ক।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—কাশ্মীর মণ্ডলে বিদ্যা-ভদ্রাসন স্থিত মহাপীঠ।

(ভগবান শঙ্করাচার্য্য উচ্চাসনে আসীন।)

(ভারতবর্ষীয় রাজা রাজচক্রবর্ত্তী ও অপরাপর শিষ্যগণ করযোড়ে অবস্থিত।)

(মণ্ডণের প্রবেশ।)

মণ্ডন। নাস্তিক দল বল, সাজল সাজল,
টলমল ভূতল কাঁপে।
তাতার রাজসহ, চীনের পাতসাহ,
মার মার দড় বড় ঝাঁপে!

(নেপথ্যে কামানধ্বনি,—রাজা সুধন্বার প্রবেশ।)

সুধন্বা। নিনাদ শুন শুন, কামান ঘন ঘন,
দম দম দম দম গাজে!
দামামা দম দম, তোরঙ্গ ভোম ভোম,
গম গম, ঝম ঝম বাজে!

শঙ্কর। (দণ্ডায়মান হইয়া)
ওহে শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ!
কেন সবে মোহে অচেতন,

ছু'নয়ন কর উন্মীলন,—
সর্ব্বনাশ করে হের নিকৃষ্ট যবন!
নাহি হেরি পিতৃধর্ম্ম, বেদ-বিধি নিজ-কর্ম্ম
ভুলে আছ হেরি তুচ্ছ যবনের জ্ঞান ;—
নাস্তিক ভৌতিক তত্ত্ব ভৌতিক বিজ্ঞান !!
ওরে—আর্য্য-কুলাঙ্গার!
হের আগে বেদান্তের সার,
তারপরে কর তুমি যা' ইচ্ছা তোমার!
ওরে—মূঢ়মতি!—ছাড়রে দুর্ম্মতি,
পিতৃ পিতামহ ধর্ম্ম কররে সন্ধান,
উড়াও জগত মাঝে ভারত-নিশান।
ক্ষত্র-তেজ আছে যার, কি করে রে তরবার,
তরবারি মারে অরি, অধম যে জন,
সমরে বিমুখ কবে ক্ষত্রিয় নন্দন ?
কোথা রবে রে কামান, কোথা রবে অগ্নিবাণ,
কোথা রবে ইরম্মদ-অগ্নিমুখী-বাণ,
ছুটে—পলাইবে সবে ল'য়ে নিজ প্রাণ,
আর্য্যের নিকটে কা'র নাহি পরিত্রাণ!
আর্য্যের নয়নে ছুটে কোটী ইরম্মদ,
আর্য্যের চরণে লুটে কোটী ব্রহ্মপদ ;—
তাই বলি—জানত সকলি,—
আর্য্য বিনা কোন্ জাতি,

স্বশরীরে লভিয়াছে উচ্চ মোক্ষ-পদ ?
অতএব—ভারত-সন্তান !—
করে ল'য়ে স্ব স্ব ধনুর্ব্বাণ,
সম্মুখ সমরে সবে হও আগুয়ান !!

সকলে। জয় !—ভারতের জয় !—

(সকলের প্রস্থান।)

ইতি পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

পঞ্চম অঙ্ক।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—অগণন সৈন্য এবং কামানে সুসজ্জিত রণভূমি।

(অশ্বারোহে চীনরাজ আসীন।)

চীনরাজ। ঐ দেখ হিন্দুগণ,—
ফেরুসম ফিরে পালে পাল !
বিলম্ব না সহে আর,
ছাড় অগ্নিবাণ,—
চালাও কামান !!—চালাও কামান !!!

(কামানধ্বনি।)

(স্বসৈন্যে শঙ্করের অগ্নিবৃষ্টি মধ্যে প্রবেশ।)

শঙ্কর। কোথা ওহে সুধন্বা রাজন !
কোথা সব ক্ষত্রিয় নন্দন !!
শিখায়েছি ধনুর্ব্বাণ,
করেছি রে অস্ত্র দান,
ভয় নাই—ভয় নাই,—
সমরে শমন সম হও আগুয়ান !

সকলে। জয় ভারতের জয় !

শঙ্কর। স্তম্ভ হও রে কামান!
স্তম্ভ হও অগ্নিবাণ!!
স্তম্ভ হও চীন-সেনা নহে আগুয়ান!!!

(আর্য্যগণ কর্ত্তৃক চীনরাজকে আক্রমণ এবং কামান পরিত্যাগ করতঃ চীনসৈন্যের পলায়ন।)

সকলে। জয় ভারতের জয়।

গীত।

জয় জয় জয় ভারতের জয়!
গাও গাও গাও ভারতের জয়!!
ভারত অজয়, কে করে বিজয়।
ভারতের জয় চিরদিন রয়॥
ক্রমে ভারতের বেদান্ত দর্শন,
জগত যুড়িয়া করিবে পালন;—
না রবে যবন, অহিন্দু ভুবন,
মানব হৃদয়, হ'বে হিন্দুময়!

[সকলের প্রস্থান।

ইতি ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

পঞ্চম অঙ্ক।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—শঙ্করের জননীর গৃহ।

(শঙ্কর-জননী সুভদ্রা মৃত্যু-শয্যায় শায়িতা ও স্বজনগণ আসীনা।)

সুভদ্রা। (স্বগতঃ) শঙ্কর ! শঙ্কর !! শঙ্কর !!!
বলেছিলে—অন্তিমেতে আসিবে তৎপর,
কই বাছা, কোথা তুই,—
কোথা মোর প্রাণের শঙ্কর ?

(সহসা শঙ্করের প্রবেশ।)

শঙ্কর। মা !—মা !!—এই যে আমি !!!

সুভদ্রা। শঙ্কর !—শঙ্কর !!—শঙ্কর !!!
আয় বাছা ! কোলে আয় দুখিনীর নিধি !
অহো !—জনম দুখিনী আমি,
চির-অনাথিনী !!

ঙ্কর। মাগো!—শঙ্কর-জননী কভু জনম দুখিনী?
মাগো!—তব আশীর্ব্বাদে,
বেদ-বিধি করিয়া উদ্ধার,
রাখিয়াছি ব্রাহ্মণের ব্রহ্ম-কুল-মান,—
রাখিয়াছি ক্ষত্রিয়ের রাজসিংহাসন,—
সত্য-সনাতন-ধর্ম্ম করিতে রক্ষণ।
মাগো!—বেদের অভেদ-বাদ করিতে প্রচার,—
ক্ষত্রিয়ের ধনুর্ব্বেদ ক'রেছি উদ্ধার।
ক্ষত্রিয়ের পদতলে, দলিয়া যবন-দলে,
জিনেছি জিনেছি মাগো জিনেছি সংসার!
নাস্তিকেরে একাধারে ক'রেছি সংহার!
নাহি আর অনাচারী ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ;—
নাহি আর অনাচারী শূদ্র বৈশ্যগণ।
মাগো!—সকলেই,—
নিজ নিজ পিতৃ-ধর্ম্ম করিছে পালন।
কর্ম্ম-কাণ্ড—জ্ঞান-কাণ্ড—যে জন যা' চায়,
পাত্র ভেদে সেই ধর্ম্ম দিয়েছি তাহায়।
তব আশীর্ব্বাদে দিগ্বিজয় করি'—
জিনিয়াছি বাগ্বাদিনী,
শেষে আসিয়াছি জননীর পাশে,
লইবারে পদ-ধূলি!

সুভদ্রা। বৎস! পূর্ণ হ'ক তব মনস্কাম!

শঙ্কর। হের, হিমাদ্রির মহা অদ্রি' পরে,
উড়ায়েছি ভারতের বিজয়-নিশান,
শান্তি-বারি আর্য্যকুলে করিতে প্রদান,
নিষ্কলঙ্ক করিয়াছি পুণ্য আর্য্যভূমি !
দুরন্ত কৃতান্তে জিনি' নিজ যোগ-বলে,
হইয়াছি মৃত্যুঞ্জয় যম-জয়ী আমি !

সুভদ্রা। চিরজীবি হও বাছা মঙ্গলার বরে।

শঙ্কর। অধমে জঠরে ধরি'—অদৃষ্টের ফলে,—
সহেছ গো অশেষ যাতনা,—
এবে, আছে কি বাসনা মনে,
কহ গো জননী ?
সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বরী হ'তে,—
যদি কভু হেন মনে থাকেগো কামনা,
এখনি পূরাব আশা—পূরাব বাসনা।
অনন্ত নাগের শিরে শোভে যেই মণি,—
যেই মণি শোভা পায় কমলা-কুণ্ডলে,—
মাগো ! যদি চাহ সেই মণি,
এখনি রাখিব আনি' ও পদ কমলে।

সুভদ্রা। নয়নের মণি তুই,—অরে যাদুমণি !
তুই ছাড়া দুখিনীর আছে কিরে মণি ?

শঙ্কর। তবে,—কিবা সাধ আছে মনে,
কহ গো জননি !

সন্তানের ধর্ম্ম আজি সাধিব এখনি !
মাগো ! কিবা কাজ রাজ্য-পদে,—
কিবা সাধ ইন্দ্রপদে,—
যদি মোক্ষ-পদ চাহ তুমি,
এখনি সঁপিতে পারি তব আশীর্ব্বাদে।

সুভদ্রা। বাছা !—এইত পুত্রের কায !

শঙ্কর। কহ মাগো !—কোন্ লোকে যাবে তুমি ?
ব্রহ্মলোক—বিষ্ণুলোক—শিবলোক,—
যেথা ইচ্ছা হয়,—যাও মাগো চলি
শেষে—সন্তানেরে দিয়া পদধূলি !

সুভদ্রা। বাছা ! বিষ্ণুলোকে যা'ব আমি।

(সুধন্বারাজা, মণ্ডণমিশ্র, বেদব্যাস, জৈমিনী ও অপরাপর শঙ্কর-শিষ্যগণের প্রবেশ।)

শঙ্কর। মাগো!—পাপদেহ পরিহরি, দেব কলেবর ধরি,
একে একে মায়া-পাশ করগো ছেদন,
নির্ব্বাণ—নির্ব্বাণ মোক্ষ লাভের কারণ !
মাগো !—শঙ্করের হো'ক আজি সার্থক জীবন।

(সহসা সুভদ্রার স্থূলদেহ হইতে পরিসূক্ষ্ম লিঙ্গ শরীর শনৈঃ শনৈঃ শূন্যমার্গে আবির্ভূত।)

(চতুর্দ্দিকে হরি হরিবোল এবং সকলের সমবেত হইয়া গীত।)

গীত।

নরূপং নিষ্কলং নিত্যং নিরাকারং নিরঞ্জনম্।
নির্গুণং পরমং জ্যোতি সর্ব্বব্যাপৈক কারণম্ ॥
কেবলং কৈবলং শান্তম্, একমেবাদ্বিতীয়ম্।
ন বা আদি নৈব অন্তম্, সৃষ্টিসংহার বর্জ্জিতম্ ॥
নির্ব্বিকল্পং সূক্ষ্ম-সূক্ষ্মং সদা-সত্যং সুনির্ম্মলম্।
ধ্যেয়ং মুমুক্ষুভিস্তাত দেহ বন্ধ বিমুক্তয়ম্ ॥

ইতি পঞ্চম অঙ্ক।

গ্রন্থ সম্পূর্ণ।

যবনিকা পতন।